গঙ্গা-যমুনা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

গঙ্গা-যমুনা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

এক টাকা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৪০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রসস্রষ্টা

শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু

সুহৃদবরেষু—

গঙ্গা-যমুনা

অর্থই অনর্থের মূল এবং ইহা নাকি মহাজন-বাক্য।

শ্রীপতি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করে না। হাসিয়া বলে, 'পাগল! অর্থই পরমার্থ।'

এবং বহুদিন যাবৎ সে এই পরমার্থ-চিন্তায় মন দিয়াছে।

বৈশাখের বৈকালে কাল-বৈশাখার ঝড় উঠিবে, আষাঢ় শ্রাবণে বাদল নামিবে, অথচ তাহার মাটির ঘর, সময় থাকিতে নূতন করিয়া ছাদন না করিলে সমস্ত ক্ষতির সম্ভাবনা। খামারে খড় তাহার আছে,—চাই শুধু বাঁশ।

গ্রামে তাহাদের বাঁশের দর বড় বেশি। টাকায় দুইটির বেশি কেহ দিতে চায় না।

শ্রীপতি বলে, 'থাক্। বাঁশ আর আমার কিনে কাজ নেই। বাড়ীতে তোদের মানুষ মরলে কাজে লাগবে। রেখে দে।'

শ্রীপতির পয়সা আছে। গাল-মন্দ দিলেও বাঁশের মালিকের কিছু বলিবার জো নাই।

সাক্ষাতে না বলিলেও অসাক্ষাতে বলিতে ছাড়ে না। বলে, 'ব্যাটা কৃপণ, ব্যাটা কঞ্জুষ। তুই কিনবি বাঁশ, তবেই হয়েছে।'

কিন্তু বাঁশ তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কিনিতেই হয়।

তাহাদের গ্রাম হইতে ক্রোশখানেক দূরে ধনেখালি গ্রামের চাষাদের বাড়ী বাঁশ সে কিনিল টাকায় চারটি করিয়া।

চাষারা বলিল, 'বাঁশ আমরা আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেবো কর্ত্তা, আপনি যান।'

কিন্তু না, গেলে চলিবে না। আজই ব্যাটাদের দেখাইতে হইবে। দুইটা বাঁশের দুই মাথায় ধরিয়া শ্রীপতি বলিল, 'এ দুটো আমি টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছি, আর দুটো আর-একজন আসুক।'

একে বৈশাখ মাস, তায় দুপুর; কড়া রৌদ্রে চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। পথের মাটি একেবারে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

নিক্‌ঝুম্‌ গ্রামের সেই উত্তপ্ত পথের উপর দিয়া বাঁশ দুইটা শ্রীপতি সর্‌ সর্‌ করিয়া টানিয়া আনিতেছিল। পথে লোক-জনও কেহ নাই যে, তাহাকে ডাকিয়া এই সস্তা বাঁশের কথা বলে। এদিকে আস্তে চলিতে গেলে পাও পুড়িতেছে। এমন সময় দেখিল, রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপের ছায়ায় কাত্যায়নী দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীপতি তাহাকে বাঁশের কথাই বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কাত্যায়নীই

আগে কথা কহিল। বলিল, 'তোমাকেই খুঁজছিলাম বাবা, তা' শুনলাম তুমি বাঁশ আনতে গেছ।'

শ্রীপতি বলিল, 'হ্যাঁ, টাকায় চারটে। আর আমাদের গাঁয়ে টাকায় দুটো।'

কিন্তু সেকথা শোনাইবার তাগিদ শ্রীপতির থাকিলেও শুনিবার তাগিদ কাত্যায়নীর ছিল না। সে তখন অন্য কথা বলিতে চায়। বলিল, 'তোমার সঙ্গে একটা মফঃস্বলী কথা ছিল বাবা। একবার আসবে?'

কাত্যায়নীর জীবনেও সদর-মফঃস্বল আছে সেকথা শ্রীপতির জানা ছিল না। কারণ মানুষের বিরুদ্ধে তীব্রতম ষড়যন্ত্রও সে সাধারণতঃ প্রকাশ্যেই করিয়া থাকে। তবে কাত্যায়নীর মফঃস্বলীতে হয়ত কিছু লাভ থাকিতে পারে। মাগী নাকি টাকার কুমীর।

বাঁশ দুইটা পথের উপরেই নামাইয়া দিয়া শ্রীপতি একটুখানি আগাইয়া গেল, বলিল, 'কি কথা বল।'

কাত্যায়নী বলিল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না বাবা, তোমাকে তাহ'লে আমার ঘরে আসতে হয়।'

শ্রীপতির স্নানাহার কিছুই তখনও হয় নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া একবার কি যেন ভাবিল, তাহার পর প্রকাশ্যেই বলিয়া বসিল, 'তাতে আমার লাভ কিছু আছে বল্‌তে পার? তা' যদি থাকে ত' আমি না-হয় খেয়ে-দেয়েই আসছি।'

কাত্যায়নী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, লাভ তোমার আছে।'

পরম পরিতৃপ্তির সহিত ঘাড় নাড়িয়া শ্রীপতি বলিল, 'বেশ। তাহ'লে আমি খেয়ে-দেয়েই আসছি। লাভ না থাকলে এই চিপতি শৰ্ম্মা কোথাও যায় না পিসি, তা ত' তুমি জানো!'

এই বলিয়া শ্রীপতি হাসিল। কাত্যায়নী.ও হাসিল।

*

*   *

কাত্যায়নীর বাড়ীর বর্ণনা একটুখানি দেওয়া প্রয়োজন।

পাকা ইঁটের দালান বাড়ী বলিতে গ্রামের মধ্যে ওই একখানি,—জরাজীর্ণ এবং অত্যন্ত প্রাচীন। বাড়ীখানি দোতলা, কিন্তু উপরের তলায় বাস তাহাদের বহুদিন হইতেই উঠিয়া গেছে। উঠিবার কারণ—কাত্যায়নীর নাকি এক বোন ছিল পরমাসুন্দরী, কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া কোথাকার এক বুড়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে হঠাৎ একদিন সে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া উপরের ওই একটা ঘরে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসে। সেই অবধি কেহ আর ভয়ে উপরে উঠিতে পারে না। কিন্তু কাত্যায়নী বলে, তাহা নয়; তাহার কন্যা চারু নাকি উপরের ঘরে উঠাউঠি দুই দিন দুইটা সাপ দেখিয়াছে,—বিষাক্ত গোখরো সাপ!

তা সাপ দেখা এমন বিচিত্র কিছু নয়। বাড়ীটার ভিতরে এবং বাহিরে চূণ-বালির বালাই অনেকদিন ঘুচিয়াছে, এখন সেই ইঁট-বাহির-করা দেওয়ালের গায়ে যেখানে-সেখানে বড় বড় ইঁদুরের গর্ত্ত, গর্ত্তের মুখে মাটির স্তূপ জমিয়া জমিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া

উঠিয়াছে, তাহার উপর পশ্চিম দিকের দেওয়ালটার গায়ে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থের গাছ শুকনো ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে মোটা মোটা শিকড় চালাইয়া দিয়া কেমন করিয়া না-জানি দেওয়ালটাকে ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিয়াছে। সাপ ত' সাপ, কিছুদিন পরে হয়ত দু'-একটা মানুষও সেখানে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে।

এই বাড়ীরই নীচের দুইখানি ঘর কোনোরকমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ইঁদুরের গর্ত্ত বুজাইয়া কাত্যায়নীরা বাস করিতেছে। কাত্যায়নী আর তাহার অবিবাহিতা কন্যা চারু।

এই চারুর জন্যই শ্রীপতিকে ডাকা।

কাত্যায়নীকে দেখিয়া চারুকে তাহার মেয়ে বলিয়া মনে হয় না, —মেয়েটা এত সুন্দরী। তাহার উপর বয়স তাহার যোলো পার হইতে চলিয়াছে। এখনও বিবাহ হয় নাই।

কাত্যাযনীর টাকা আছে। তাহা না হইলে পল্লীগ্রামে এতদিন তাহার দুর্নাম রটিত।

এখনও যে সকলে মুখ বুজিয়া রসিয়া আছে তাহা নয়। কেহ কেহ আড়ালে আব্‌ডালে বলে, 'অমন টাকা মাগীর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।'

কাত্যায়নী তাহা জানে। শ্রীপতিকে সেদিন সেই জন্যই ডাকিল। ডাকিয়া বলিল, 'চারুকে ত' আর রাখা যায় না বাছা।'

শ্রীপতি বলিল, 'তোমার টাকা আছে পিসি, তবু এতদিন রেখেছ এই আশ্চয্যি।'

কাত্যায়নী বলিল, 'আমি চাই বাছা চারু আমার গায়েই থাকে। তবু দু'বেলা চোখে-চোখে দেখতে পাব। মরবার সময় আমার যা-কিছু আছে—'

আছে অনেক। এবং সে রকম ভাগ্যবান্ গ্রামে তাহাদের কে আছে ভাবিতে গিয়া হাতের ইসারায় কাত্যায়নীকে চুপ করাইয়া দিয়া শ্রীপতি চোখ বুজিয়া বলিল, 'দাঁড়াও। গাঁয়ে আমাদের এমন কে আছে ভেবে দেখি।'

কিন্তু তাহাকে ভাবিতে হইল না। কাত্যায়নী বলিল, 'সে আমি ভেবে দেখেছি বাবা চিপতি। আমাদের যে আবার মেল চাই, গোত্তুর চাই, শুধু ত' বামুনের ছেলেটি হ'লেই চলবে না বাবা! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এক তুমি আছ, আর ও পাড়ার তিনকড়ি আছে। তা তিনকড়ির হাতে মেয়ে আমি দিতে চাই না বাছা, মেয়েকে তাহ'লে হাত-পা বেঁধে অগাধ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে।'

সুতরাং তিনকড়ি গেলে বাকি থাকে সে নিজে। শ্রীপতি

কিন্তু সেকথা কোনোদিন ভাবিয়াও দেখে নাই। ভাবিবার কথাও নয়। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী আছে, একটি ছেলে আছে, একটি মেয়ে আছে।

কাত্যায়নী বলিল, 'টাকা খরচ করে' মেয়ের বিয়ে দেবো চিপতি. একটু ভেবে-চিন্তে দিতে হবে ত'! তিনকড়ের আছে কি! আজ খেতে কাল নেই, তার ওপর ওড়ন্-চণ্ডীর একশেষ। গাঁয়ের ছেলে-ছোক্‌রারা কি-সব করবে বলে' সেদিন চাঁদা চাইতে গিয়েছিল ত' শুনলাম নাকি চাঁদা দিয়েছে পাঁচ টাকা!'

এই বলিয়া সে খানিক চুপ করিয়া শ্রীপতির দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীপতি তখন হেঁটমুখে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

কাত্যায়নী তাহার নিজের কথার জের টানিয়া আবার বলিতে লাগিল,—'বিয়ে এখনও হয়নি বটে তিনকড়ির, কিন্তু যে ওকে মেয়ে দেবে সেই ঠক্‌বে বাছা, মেয়েটার দুগ্‌গতির একশেষ হবে। এই আমি বলে' রাখলাম দেখো।—তুমি আজ নিজের হাতে বাঁশ টেনে টেনে আনছিলে বাছা, দেখে কত সুখ হ'লো। পয়সা যে কত কষ্টে হয় তা আমি জানি বাবা।'

শ্রীপতি এইবার মুখ তুলিয়া তাকাইল। বলিল, 'কতটাকা তুমি খরচ কর্‌তে পারবে বল দেখি?'

কাত্যায়নী বলিল, 'সে সাধ্যি কি আমার আছে চিপতি!

বিঘে-ছয়েক জমি দেবো—বেশ সরেস্ জমি, মেয়ের আমার খাবার পরবার ভাবনা হবে না।'

শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'আর নগদ?'

কাত্যায়নী বলিল, 'যা-কিছু আমার আছে সবই ত' আমি—'

সেকথা সকলেই জানে। ওই মেয়ে ছাড়া উহার আর আছেই বা কে! কাত্যায়নী একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর এদিক-ওদিক তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল,—'দেবো বাছা, নগদও কিছু দেবো বই-কি!'

শ্রীপতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কিছু নয়, শ-পাঁচেক্ যদি দিতে পার ত' দেখি না হয় একবার চেষ্টা করে'। কুলীন আমরা, এমন কত হয়।'

কাত্যায়নী বলিয়া উঠিল, 'হয় না আবার! কত হয়। তোমার ঠাকুরদাদার কি ছিল? আর এই আমারই ছাখো না কেন বাবা, বাবা আমার সতীনের ওপর বিয়ে দিলে, কত লোক তখন কত কথাই বলেছিল, আমার সব মনে আছে। কিন্তু কি আট্‌কালো আমার? একটা মেয়ে হ'লো, বিষয় পেলাম, সম্পত্তি পেলাম··· আর তা ছাড়া মেয়ে আমার সতীনের সঙ্গে ঘর করতে না পারে, আমার এই একমাত্তর মেয়ে, ফ্যাল্‌না ত' নয় বাছা, চারু আমার কাছে থাকবে। তুমি আসবে যাবে, বিদেশ-বিভুঁই হ'লে কি আর দিতাম বাছা, গাঁয়ে-ঘরে বলেই সাহস করছি।'

*

*　　*

ছয় বিঘা সরেস্ জমি, পাঁচশ' টাকা নগদ এবং চারুর মত সুন্দরী সালঙ্কারা কন্যা,—তাছাড়া মরিবার সময় কাত্যায়নীর যা-কিছু আছে—সব। শ্রীপতির পক্ষে কম লোভনীয় নয়।

স্ত্রী তাহার অনেকদিন হইতেই বাপের বাড়ী যাইব যাইব বলিতেছিল, ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না নিজেকেই করিতে হইবে বলিয়া শ্রীপতিই এতদিন তাহাকে যাইতে দেয় নাই। এইবার সে-ই তাহাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল।

বেচারা কুমুদিনী!

ভিতরে ভিতরে যে এত ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহার কিছুই সে না জানিয়াই ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'সংসারটাকে যেন লণ্ডভণ্ড করে' রেখো না।'

শ্রীপতি কি যেন ভাবিয়া একবার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, 'বেশ।'

শ্রীপতি কিছুই তাহাকে জানায় নাই। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দুঃসংবাদ অতি দ্রুত প্রচারিত হইবার অসাধারণ সব পন্থা আছে।

কুমুদিনীও তাহার পিত্রালয়ে বসিয়াই একদিন শুনিল—স্বামী নাকি তাহাকে কৌশলে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া আবার আর একটা বিবাহ করিয়াছে।

সংবাদটা বিশ্বাসযোগ্য মোটেই নয়। তাহার ঘর, তাহার সংসার, তাহারই ছেলে, তাহারই মেয়ে, আসিবার সময় সে ঝগড়া করিয়াও আসে নাই, রাগ করিয়াও আসে নাই! কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, 'ধেৎ, মিছে কথা।'

এই বলিয়া কথাটাকে সে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, এত বড় দুঃসংবাদে নিজের মনটাই তাহার কেমন যেন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিল না। রাত্রে সে বিনাইয়া বিনাইয়া স্বামীকে তাহার একখানি চিঠি লিখিতে বসিল।

অনেক ভাবিয়া অনেক ছিঁড়িয়া বানান ভুল করিয়া বড় বড় অক্ষরে কুমুদিনী লিখিল,—'হ্যাঁ গা, এ কি শুনছি গো! লোকে বলছে তুমি নাকি আবার বিয়ে করেছ। তোমার নামে আর কেউ ত' উ-গাঁয়ে নাই। তবে কি তুমিই? আমি লোককে বলিয়াছি—ধেৎ, মিছে কথা। আমার মন কেমন করছে। আমি

আর এখানে থাকব না। আমাকে নিয়ে যাও। নিজে না আসতে পার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই যাব। আমি ভারি ভাবছি। পত্রপাঠ একখানি চিঠি লিখিও। আমাকে বাঁচাও। তোমার পাযে পড়ি। সোনামণি ভাল আছে। কঙ্কাবতী বাবা বাবা করে। আমাদের প্রণাম জানিও। ইতি।

শ্রীচরণের দাসী – কুমুদিনী।'

চিঠি লিখিল বটে, কিন্তু চিঠির জবাব আসিল না। এই আসে এই আসে করিয়া আরও প্রায় পক্ষকাল অতিবাহিত হইয়া গেল এবং শেষে একদিন আর থাকিতে না পারিয়া দাদাকে সঙ্গে লইয়া কুমুদিনী নিজেই আসিয়া হাজির হইল।

আসিয়া দেখিল, বাহির-দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া স্বামী কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত গেলেও সন্ধ্যা হইতে তখনও দেরি আছে। সোনামণিকে বলিল, 'ছুটে একবার দ্যাখ্ ত' বাবা, কোথায় রয়েছে সে।'

এই বলিয়া সোনামণিকে তাহার বাবার সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া কুমুদিনী তাহার দাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল, ভিতরের ঘরে তালা বন্ধ। ঘরদোর তাহার যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনিটিই আছে। বাড়ীতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের আগমনের কোনও চিহ্নই নাই।

উঠানের উপর দড়ির একটা খাট পড়িয়াছিল, তাহারই উপর

দাদাকে তাহার বসিতে বলিয়া কুমুদিনী হাসিতে লাগিল।—'দ্যাখ্ দেখি মুখপোড়াদের কাণ্ড! বলে কিনা—ও আবার আর-একটা বিয়ে করেছে! দ্যাখ্ দাদা, আমি বলেছিলাম না মিছে কথা!'

কুমুদিনীকে আসিতে দেখিয়া পাড়ার ছোট ছোট মেয়েগুলা প্রথমে ভিড় করিয়া আসিয়া জড়ো হইল। কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিবার জন্য এমন তাহারা প্রায়ই আসে। সেদিকে ততটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাদাকে তাহার পা-হাত ধুইবার জন্য জল দিতে গিয়া কুমুদিনী দেখিল, ঘরে একফোঁটা জল নাই। খিড়কির পুকুর হইতে জল আনিবার জন্য বড় ঘটিটা হাতে লইয়া কুমুদিনী বাহির হইতেছিল, এমন সময় ও-বাড়ীর বগলা-মাসি বাড়ী ঢুকিল। বলিল, 'কুমু, এলি মা?'

ঘাড় নাড়িয়া কুমুদিনী বলিল, 'হ্যাঁ মাসি, এলাম। তালা দিয়ে কোথায় সে বেরিয়ে গেছে এখনও ঘর খোলা পাইনি।'

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'খবরটা কোথায় পেয়েছিলি মা? ওইখানেই?'

'কিসের খবর মাসি?'

মাসি তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'ও মা! এ যে অবাক্ করলি গো!—তোর সতীনের কথা বলছি।'

হাত হইতে ঘটিটা কুমুদিনীর পড়িয়া যাইবার মত হইল, ফ্যাল্

ফ্যাল্ করিয়া মাসির মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, 'হাঁ মাসি, এ-কথা কি সত্যি ?'

'ও আমার পোড়া কপাল ! তুই তাও জানিসনে ?' বলিয়া মাসি আরও একটুখানি আগাইয়া গেল। বলিল, 'কাত্তুর মেয়ে চারুকে বিয়ে করেছে তুই শুনিসনি বুঝি ? চিপত্তিকে এত করে' বললাম, তা শুধু আমি কেন মা, গাঁয়ের লোকে ছি ছি করছে। তখন কারও কথা শুনলে না বাছা, বললে টাকা পাব, জমি পাব, কিন্তু এখন তেম্‌নি বাছাধন টের পেয়েছে। কাত্তু কি আর যে-সে মেয়ে ! টাকাও দেয়নি, জমিও দেয়নি।'

—এই বলিয়া মাসি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

অদূরে দাদা বসিয়া আছে, তিন-চার বছরের মেয়ে কঙ্কাবতী কাছেই দাঁড়াইয়া, ওদিকে পাড়ার যত মেয়ে বোধকরি মজা দেখিবার জন্য আসিয়াছে। ইহাদের সুমুখে কুমুদিনী তাহার এই প্রাণান্তকর লজ্জা এবং অপমানটাকে ঢাকাইবার জন্য এমনি ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিল যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। তাই সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 'ঠকিয়েছে ত ? বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে। শুনছো দাদা, টাকাও দেয়নি, জমিও দেয়নি।'

কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিয়া উঠিল, শেষের কথাটা

উচ্চারণ করিতে গিয়া নীচেকার ঠোঁটটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং হাসিতে হাসিতে ওই অতগুলা লোকের মাঝখানেই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া সে খিড়কির দরজা দিয়া পুকুরে বোধকরি একঘটি জল আনিবার জন্যই পলায়ন করিল।

পুকুরের জলে চোখের জল ধোয়া বড় শক্ত। কুমুদিনী তাহারই চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু যতবার ধোয়, পোড়া চোখের জল ততবারই যেন দু'চোখ ছাপাইয়া গল্ গল্ করিয়া বহিয়া আসে।

ওদিকে বাড়ীর ভিতর তাহার স্বামীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

শ্রীপতি আসিয়াছে।

কুমুদিনী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ইচ্ছা করিল, ছুটিয়া সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়, একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করে, এমন কী অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য তাহার এই শাস্তির ব্যবস্থা ?

কিন্তু ওই এতগুলা লোকের সাক্ষাতে, বিশেষতঃ তাহার দাদার সুমুখে শ্রীপতির কাছে গিয়া দাঁড়াইতে লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। জলের ঘটিটা হাতে লইয়া খিড়কির দরজার আড়ালে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুনিল, শ্রীপতি বলিতেছে,—'তা ভালই হ'লো ভাই বিশ্বনাথ, তুমি নিজেই নিয়ে এলে ওকে, নইলে আমাকেই যেতে হতো। আজ যাই কাল যাই করে' যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না।'

বগলা-মাসির কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, বলিবার জন্য কেহ তাহাকে কোনও প্রশ্নও করে নাই, তবু সে বলিতে ছাড়িল না। বলিল, 'বৌমাকে এতক্ষণ সেই কথাই আমি বলছিলাম বাছা, বলি—আনতে সে যেতোই। কুলীনের ছেলে, আর-একটা বিয়ে করেছে তা হয়েছে কি! হয়েই যখন গেছে, তখন দুটিতে তোমরা মিলেমিশে দুটি বোনের মত ঘর-সংসার কর।'

এই বলিয়া সে কুমুদিনীর দাদা বিশ্বনাথের একটুখানি কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'না কি বল বাছা, তুমি কি বল!'

শ্রীপতি চীৎকার করিয়া উঠিল।—'কেন বিয়ে বিয়ে করছ মাসি, বিয়ে কে করেছে কে? মাগী না দিলে টাকা, না দিলে জমি, ফাঁকি দিয়ে কাজটা সেরে নিয়ে ভাবলে বুঝি মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেল। তা আর হতে হয় না। ওই রইলো ওর মেয়ে ওরই ঘরে। আইবুড়ো নামটা ঘুচে গেল—এই যা।'

কথাটা শুনিয়া কুমুদিনীর কেমন যেন একটুখানি সাহস বাড়িল। মাথার কাপড়টা টানিয়া দরজা পার হইয়া সে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু চোখের জল তাহার তখনও শুকায় নাই।

বগলা-মাসি যেন ইহাই দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল, 'ছিঃ, কাঁদছ কেন বৌমা, কান্না কিসের?'

কিন্তু কিসের যে কান্না তাহা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে!

জলের ঘটিটা দাদার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া কঙ্কাবতীকে সে নিজের কাছে টানিয়া আনিল এবং কাহারও দিকে দৃকপাত না করিয়া মেয়েকে লইয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাপা কান্নার একটা অস্বস্তিকর শব্দে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া শ্রীপতি দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, কুমুদিনীকে একটু-খানি সান্ত্বনা দিবে, কিন্তু ঠেলিয়া দেখিল, দরজাটা সে ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

অথচ দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার চলে না। তাহারই ঘর, তাহারই সংসার, তাহার উপর দাদা সঙ্গে আসিয়াছে, দরজা তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত খুলিতেই হইল। কিন্তু শ্রীপতির সঙ্গে সে কথা কহিল না।

কথা কহিবার চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য শ্রীপতি করে নাই। দেখিল, ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া কুমুদিনী রান্না চড়াইয়াছে, হুঁকা হাতে লইয়া কালিকায় আগুন চড়াইবার জন্য শ্রীপতি উনানের কাছে গিয়া বসিল। মাথার কাপড় টানিয়া কুমুদিনী একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন করিয়া সরিয়া সে কখনই দাঁড়ায় না। শ্রীপতি একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল, তাহার পর লোহার চিম্‌টা দিয়া

কলিকার আগুন চড়াইতে চড়াইতে বলিল, 'বেটি টাকাগুলো যে দিলে না, নইলে ভেবেছিলাম ওই দিয়ে তোমার নামে কিছু জমি কিনে দেবো।'

উনানের আগুনের দিকে কুমুদিনী একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, কথাটা শুনিয়া ম্লান একটুখানি হাসিল। হাসি শুনিয়া শ্রীপতি ভাবিল সে খুশী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মুখের পানে তাকাইতেই দেখে, মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর।—সে-হাসি তাহার খুশীর হাসি নয়। বলিল, 'বিশ্বেস হলো না? মাইরি বলছি, এই আগুন ছুঁয়ে বলছি।'

এতক্ষণ পরে কুমুদিনী কথা কহিল। বলিল, 'যা দিতে হয় ওকেই দিয়ো। দাদার সঙ্গে কাল সকালেই আমি চলে' যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যেন যায়! কেন, কি হয়েছে কি?' বলিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই শ্রীপতি দেখিল, কুমুদিনীর দুই চোখের কোণ বাহিয়া দুইটি অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়াছে। বলিল, 'কাঁদে না, ছিঃ! কান্না কিসের?'

এই বলিয়া আরও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কায় হুঁকা টানিতে টানিতে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সে পলায়ন করিল।

পরদিন সকালেই বিশ্বনাথ চলিয়া গেছে। বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া দূরের কথা, দাদাকে বিদায় দিতে গিয়া সেই যে সে কাঁদিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহার পর তাহার সঙ্গে কুমুর আর দেখাও হয় নাই।

শ্রীপতি তাহাকে বার-বার শুধু সেই এক কথাই বলিতেছে—'ওকে ত' আর আনছি না তোমার কাছে! টাকাকড়ি জমি-জায়গা দিলেও আনব না। তার জন্মে তোমার ভাবনা কিসের!'

কিন্তু কুমুদিনী নীরব। যে-কুমুদিনী এত কথা বলিত, যে-কুমুদিনী ছিল সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সে-ই আজ যেন তাহার কথা বলিবার সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া নিতান্ত অপরাধী চোরের মত চুপিচুপি ঘুরিয়া বেড়ায়।

দেখিয়া শ্রীপতির দয়া হয়। বলে, 'এ তুমি করছ কি?'

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কুমুদিনী বলে, 'তা তুমি কেমন করে' বুঝবে বল!'

তা সত্যই সে বুঝিতে পারে না। বলে, 'ভাল করে' একবার থির্ হয়ে দাঁড়াও দেখি,—শোনো! আজকালকার দিনে টাকা-পয়সার বাজারটা কিরকম হয়েছে বুঝতে পারছ ত? আচ্ছা, এই বাজারে পাঁচ-পাঁচশ' টাকা নগদ আর বিঘে আট-দশেক্ সরেস্ জমি--যদি মুফৎ মেরে দেওয়া যায়, তাতে এমন দোষটা কি হয়েছে শুনি?'

কথার জবাব দিতে কুমুদিনীর ইচ্ছা করিতেছিল না, তবু সে বলিল, 'মুফৎ ত' নয়, ওই সঙ্গে চারুকেও ত' নিতে হবে।'

শ্রীপতি হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তুমিও যেমন! ওকে আবার নেওয়া বলে নাকি! কুলীনের ছেলে, কপালে সিঁদুর দিয়ে দিলাম, ছুঁড়ীটার আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল—বাস্! তবে ওর মা-মাগী ভারি শয়তান। টাকাটা আমাকে হাতে-হাতে নিতে হতো।'

কুমুদিনী চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীপতি বলিতে লাগিল, 'ভেবেছে মেয়ে আমার স্বন্দরী, টাকা না দিলেও চলবে। মাইরি আর-কি! এ বাবা চিপতি শর্ম্মা, আর কেউ নয়! টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়! জমিও দিতে হবে টাকাও দিতে হবে, নইলে রইলো তোর মেয়ে তোরই ঘরে, আমার ভারি বয়েই গেল।'

কুমুদিনী একটি কথাও বলিল না।

শ্রীপতি বলিল, 'দ্যাখোই না, মাগীকে আমি জব্দ করে' দিচ্ছি দ্যাখো।'

*

* *

কিন্তু দেখিবার অবসর তাহার হইল না। তাহার আগে কুমুদিনীই বাদ সাধিয়া বসিল।

ঠাকুর-ঘরে কুমুদিনী সেদিন সন্ধ্যা দিতে গিয়াছে। সঙ্গে তাহার ছোট মেয়ে কঙ্কাবতী। রাস্তার ধারে সরকারী এই ঠাকুর-ঘরটিতে যাইতে হইলে পাড়া-পড়শী দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা। অথচ দেখা হইলেই দাঁড়াইয়া দু'দণ্ড কথাও বলিতে হয়। তাই সে গিয়াছিল একটুখানি দেরি করিয়াই। অমাবস্যার রাত্রি কিনা তাই-বা কে জানে। তবে চারিদিক অন্ধকার, আকাশে ইহারই মধ্যে অনেকগুলা তারা উঠিয়াছে। কঙ্কাবতী পাশে পাশে চলিয়াছে, আর কুমুদিনী যাইতেছে আঁচলের আড়ালে বাতাস হইতে প্রদীপটিকে রক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে। পাড়ার মেয়েদের সন্ধ্যা দিতে তখন আর কাহারও বাকি নাই। চণ্ডীমণ্ডপ নিঝ্‌ঝুম।

ঠাকুরদের সন্ধ্যা দেখাইয়া মা ও মেয়ে হাঁটু গাড়িয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। কঙ্কাবতী বলিল, 'বাবাকে ভাল রেখো ঠাকুর, মাকে ভাল রেখো, আর আমার দাদাকে।' আর কুমুদিনী তাহার

গলায় আঁচল দিয়া স্বামী পুত্র কন্যার মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া কাঁদিয়া ভাসাইল।

চোখের জল মুছিয়া প্রদীপটি সে তুলিতে যাইবে, এমন সময় পিছন দিক হইতে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কে যেন ডাকিল, 'দিদি!'

মা ও মেয়ে দু'জনেই ফিরিয়া তাকাইল।

কুমুদিনী দেখিল—তাহার সতীন চারু! সে তখন কাঁদিয়া তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়াছে।

প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করিয়া হেঁট হইয়া কুমুদিনী তাহার হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, 'ওঠ্!'

চারু উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপের ওই এতটুকু মিট্‌মিটে আলো থাকা না থাকা দুইই সমান। তবু সেই স্তিমিত দীপশিখার স্বল্পোজ্জ্বল আলোকে কুমুদিনী দেখিল, যে-চারুকে সে এতদিন দেখিয়া আসিয়াছে এ যেন সে-চারু নয়, এ যেন কোন্ শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা!—এত তাহার রূপ!

কুমুদিনী একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। চারু তাহার চোখের জল মুছিয়া বলিল, 'তুমি আসবে বলে' এইখানে আমি কালও দাঁড়িয়ে ছিলাম, আজও দাঁড়িয়ে ছিলাম দিদি, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমার কোনও দোষ নেই।'

এই বলিয়া চারু তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। বলিল,

'মাকে আমি মুখ ফুটে বারণ পর্য্যন্ত করেছিলাম দিদি, কিন্তু মা আমার শুনলে না।'

কুমুদিনী প্রদীপটি তাহার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে নয় চারু, আয় তুই আমার সঙ্গে।'

ঠাকুর-ঘর হইতে নামিয়া কুমুদিনী বাড়ীর দিকেই চলিতেছিল, চারু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে দু'পা আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যাব দিদি ?'

কুমুদিনী একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল। সত্যই ত! এ সে করিতেছে কি! যাহার জন্য তাহার এত কষ্ট, আজ সেই সতীনকেই সে কিনা নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে!—কিন্তু কোনো প্রকারেই চারুকে সে ফিরিয়া যাইতে বলিতে পারিল না। বলিল, 'আয। ও-বাড়ীতে তোর দাবীও ত' আমার চেয়ে কম নয় চারু।'

কিন্তু বলিতে গিয়া শেষের কথাগুলা তাহার কণ্ঠ হইতে এমনি ভাবে বাহির হইল যে, অন্ধকারেও চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সে কাঁদিতেছে।

চারু বলিল, 'না দিদি, থাক্ আমি যাব না।'

বলিয়াই সে পিছন ফিরিয়া অন্ধকারে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কুমুদিনী একবার তাহাকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চারুর নামটা কিছুতেই তাহার কণ্ঠ দিয়া যেন আর বাহির হইতে চাহিল না।

*

*　　*

কাত্যায়নীর ভয় ছিল কুমুদিনীকে। ভাবিয়াছিল, ও-রকম সতীন থাকিতে মেয়ে তাহার স্বামীর ঘর বোধহয় করিতে পাইবে না। টাকাকড়ি এবং জমিজায়গাও বোধকরি সে সেইজন্যই দেয় নাই।

কিন্তু চারু সেদিন নিজে বলিল, 'মা তুমি আমায় ও-বাড়ী পাঠিয়ে দাও!'

কাত্যায়নী বিস্মিত দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'সে কি মা? ওই অমন সতীনের কাছে গিয়ে ঘর করতে পারবি?'

চারু রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'অমন সতীন দেখে তাহ'লে তুমি দিতে গেলে কেন মা?'

কাত্যায়নী বলিল, 'রাগ করছিস কেন মা, ভেবেছিলাম, জামাই আসা-যাওয়া করবে, তুই আমার কাছেই থাকবি। তার পর দু'একটা ছেলেপুলে হ'লে তখন আর—'

কথাটা চারু তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'না মা, তোমায় আর এত ভালবেসে কাজ

নেই। আমি কালই যাব। কাল আমার যাবার ব্যবস্থা করে' দিও।'

কাত্যায়নী ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'যাবার ব্যবস্থার মানে জানিস ?'

'না মা মানে-টানে জানতে আমি চাই না মা, আমি যাব,—আমি যাব—আমি যাব।'

কাত্যায়নী বলিল, 'পাঁচশ টাকা নগদ দিতে হবে, ছ'বিঘে জমি দিতে হবে।'

চারু বলিল, 'দিও।'

কাত্যায়নী মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'দিও ?—তারপর সেই সব নিয়ে যদি তোকে তাড়িয়ে দেয় ?'

চারু বলিল, 'দেয় ত' দেবে। তখন ত' আর আমি তোমায় কিছু বলতে যাব না মা !'

বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। বলিল, 'তখন যদি তুমি আমায় জায়গা না দাও মা, আমি পথে পথে ভিক্ষে করে' খাব।'

বলিতে গিয়া এতক্ষণ পরে সত্যই সে কাঁদিয়া ফেলিল। কুমুদিনীর সঙ্গে তাহার যে দেখা হইয়াছে সেকথা সে প্রকাশ করিল না।

কাত্যায়নী তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল। বলিল,

'মিছেমিছি টাকাগুলো নষ্ট করবি মা? দুদিন চুপ করে' থাক্, জামাই দেখবি আপনি আসবে।'

কিন্তু চারু যখন কিছুতেই সেকথা বুঝিতে চাহিল না, কাত্যায়নী তখন রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'টাকা হাতে পেয়ে তাড়িয়ে যদি দেয় ত' তখন আর আমার ঘরে তোর জায়গা হবে না—এই আমি এখন থেকে তোকে বলে' দিলাম চারু। গয়নাগাঁটি তোর যা-কিছু আছে সবই নিয়ে যা,—তোর দায় থেকে আমি তাহ'লে নিশ্চিন্তি হ'য়ে মরতে পাই।'

এই বলিয়া গভীর রাত্রে কাত্যায়নী একটি কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়া নিতান্ত সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে সিন্দুক খুলিল এবং তাহার ভিতর হইতে অনেকগুলি পিতল-কাঁশার বাসন নামাইয়া সযত্নরক্ষিত কাপড়ের একটি পুঁটুলি বাহির করিল। গিঁটের পর গিঁট দিয়া বাঁধা সেই পুঁটুলিটি বহুকষ্টে খুলিবার পর দেখা গেল, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের নোটে ও টাকায় সেটি ভর্ত্তি হইয়া আছে। একটি একটি করিয়া গুনিয়া গুনিয়া তাহার সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে নোটে ও টাকায় পাঁচশ' টাকা বাহির করিয়া আবার সেটি ঠিক তেম্‌নি করিয়া বাঁধিয়া বাসন চাপা দিয়া কাত্যায়নী সিন্দুক বন্ধ করিল। আর-একটি বাক্স হইতে চারুর গহনাগুলি বাহির করিয়া দিল, তাহার পর ঘুমন্ত চারুকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিল, 'কোন্ বাক্সটা নিবি বল্। তাইতে এগুলো তুলে রাখি।'

চারু প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বলিল, 'কি ?'

কাত্যায়নী বলিল, 'ওঠ্।'

এই বলিয়া তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া থাকে-থাকে সাজানো সেই নোট ও টাকাগুলির দিকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিল, 'ওই অতগুলি আমার যাচ্ছে, শুধু তোরই জন্যে, তার ওপর গয়না আছে, জমি আছে, এইবার যা ভাল বুঝিস্ কর্ বাছা। আমি শুধু দিয়ে খালাস।'

চারু কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু কাত্যায়নী বলিতে লাগিল, 'নিজে থেকে যেচে সতীনের কাছে যায় —এমন মেয়ে ত' কখনও দেখিনি বাছা!'

চারুর বাক্স গোছানো যখন শেষ হইল, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়া চারিদিক তখন ফর্সা হইতেছে।

কাত্যায়নী এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। দরজার বাহিরে নজর পড়িতেই ফুঁ দিয়া কেরোসিনের কুপিটা তৎক্ষণাৎ নিবাইয়া ফেলিয়া চারুকে সে তিরস্কার করিতে লাগিল,—'ছি ছি, ফর্সা হয়ে গেছে এতক্ষণ সেকথা আমায় বলতে নেই মা? মিছেমিছি লম্ফটা কতক্ষণ জ্বল্‌লো বল্ দেখি?'

কাত্যায়নী নিজেই চারুর সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু চারু বলিল, 'না মা তোমার পায়ে পড়ি তুমি এসো না।'

'যদি তাড়িয়ে দেয়? যদি অপমান করে?'

'তা করে, করবে। জমি তুমি যেন কালই রেজেষ্ট্রী করে' দিয়ো মা।'

কাত্যায়নী ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'জমি কি আর বলবামাত্র রেজেষ্টারী হয় চারু, সে সব অনেক হাঙ্গামা। তবে জামাই যদি বলে ত' কাল আমি দশজনের সাক্ষাতে—'

কথাটা চারু তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'তাই যা-হোক্ একটা কিছু কোরো মা, আমায় যেন কোনও কথা শুনতে না হয়।'

এই বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চারু বাহির হইয়া পড়িল। টিনের বড় বাক্সটা মাথায় লইয়া বাগ্দি-বৌ আগে-আগে চলিল।

কিন্তু মেয়ে তাহার যতই নিষেধ করুক্, কাত্যায়নী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, একটুখানি দূরে দূরে সেও তাহাদের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

শ্রীপতি বাড়ী ছিল না। সোনামণি ও কঙ্কাবতীকে খাইতে দিয়া কুমুদিনী তাহাদের সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। চারু তাহার কাছে গিয়া হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিল।

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই একা এলি চারু?'

ঘাড় নাড়িয়া চারু বলিল, 'হ্যাঁ।'

কুমুদিনী বলিল, 'অন্ধকারে উঠোনে ও দাঁড়িয়ে কে?'

চারু বলিল, 'বাগদি-বৌ আমার বাক্সটা নিয়ে এসেছে দিদি।'

'বোস্ আমি আসছি।' বলিয়া কুমুদিনী রান্নাঘর হইতে নামিয়া উঠান পার হইয়া বড়-ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। আলো জ্বালিয়া বাক্সটি সেখানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বাগদি-বৌকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'চারুর জন্যে মাকে ভাবতে বারণ কোরো বাগদি-বৌ।' বলিয়াই তাহার হাতের উপর আল্‌গোছে একটি সিকি ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'যাও।'

চার আনা পয়সা বখ্‌শীশ্ পাইবে বাগ্‌দি-বৌ সে আশা করে নাই। তাই সে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়া বলিয়া বসিল, 'তোমার মতন সতীন,—দিদিমণির আমাদের কপাল ভালো বৌ-ঠাকরুণ।'

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে চারুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বাগ্‌দি-বৌ কি বললে শুনলি?'

চারু বলিল, 'সত্যি কথাই বলেছে দিদি। তুমি যে এত ভালো তা আমিও কোনোদিন—'

'থাম্, থাম্ চারু, সতীন কখনও ভাল হয় না।' বলিয়া চারুকে থামাইয়া দিয়া ছেলেমেয়ের খাওয়া হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য

কুমুদিনী তাহাদের কাছে গিয়া বসিল। চারু গ্রামেরই মেয়ে। সোনামণি তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই চেনে। কঙ্কাবতী নিতান্ত ছোট। কাল সে মাত্র ঠাকুর-ঘরে তাহাকে একবার দেখিয়াছে। তাহার পর আজ সে এমন ভাল কাপড়-গয়না পরিয়া তাহাদের বাড়ী কেন আসিল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়া ছিল। কুমুদিনী বলিল, 'হাঁ করে' চেয়ে রয়েছ খুকুমণি, তুমি কিচ্ছু খেলে না। ও তোমাদের নতুন-মা হয়। ওকে নতুন-মা বলে' ডেকো।'

সোনামণি উঠিয়া আসিয়া তাহার মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ও এইখানে থাকবে মা ?'

জবাবটা কিন্তু কুমুদিনী বেশ জোরে-জোরেই দিল। বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, ও এইখানেই থাকবে।'

কঙ্কাবতী ততক্ষণে চারুর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চারু বলিল, 'এসো তোমায় আঁচিয়ে দিই। জল কোথায় আছে দিদি ?'

উঠানের একপাশে আঁচাইবার জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া কুমুদিনী বলিল, 'দে তবে ওদের দু'জনকেই আঁচিয়ে দে চারু, আমি বিছনাটা পেতে আসি।'

বিছানা পাতিতে তাহার যে এত দেরি হইবে চারু তাহা ভাবে নাই। দু'জনকে দু'পাশে বসাইয়া চারু গল্প করিতেছিল, এমন সময় শ্রীপতি ঘরে ঢুকিল।

শ্রীপতিকে দেখিয়াই মাথার কাপড়টা চারু টানিয়া লইল। শ্রীপতি কিন্তু তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সে যে আসিতে পারে শ্রীপতির তাহা জানা ছিল না, সুতরাং চিনিবার কথাও নয়। তাহাকেই কুমুদিনী ভাবিয়া অন্ধকার উঠানের উপরেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীপতি বলিল, 'আজ একটা ভারি মজা হয়ে গেল। বুঝলে? পথে আসছিলাম, দেখি না রাস্তার একপাশে অন্ধকারে ঠিক ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে—চারুর মা। ডাকলে সাড়া দেয় না—ভয়ে ত' আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। মাগী কি আমায় তুকতাক্ করে' বশ করবার চেষ্টায় আছে না কী কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

চারু একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিতে পারিল না যে, সে চারু।

বলিবার প্রয়োজনও হইল না। শ্রীপতি রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া যাইতেই কঙ্কাবতী বলিয়া উঠিল, 'বাবা, আমাদের নতুন-মা এসেছে, দেখবে?'

এতক্ষণে শ্রীপতির নজর পড়িল। চারুকে দেখিয়া সে একটুখানি বিস্মিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'এ কি, চারু! তুই

এখানে কি জন্তে এলি? ও, সেই জন্তেই বুঝি তোর মা-মাগীকে দেখলাম রাস্তায়!'

এই বলিয়াই শ্রীপতি বোধকরি কুমুদিনীর সন্ধানে এদিকওদিক তাকাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার চারুকে লইয়াই পড়িল। বলিল, 'মাগী কি মনে করেছে কী! টাকা দিলে না, জমি দিলে না, ভেবেছে বুঝি তার সুন্দরী মেয়েকে কোনোরকমে একবার এখানে পাঠিয়ে দিলেই আমি রাখব, না? ও সব সুন্দরী-ফুন্দরী আমি বুঝি না বাবা, এসেছ বেশ করেছ, ভালয় ভালয় সরে' পড়, নইলে রাগের মাথায় ফট্ করে' কোন্ সময় কি করে' ফেলব, তখন সব আমারই দোষ দেবে।'

এমন সময় পশ্চাতে কুমুদিনীর গলার আওয়াজ শোনা গেল।—'ওকে কি বলছ কী?'

শ্রীপতি বলিল, 'কেন তুমি ত' সবই জানো, আসবামাত্র ওকে সঙ্গে-সঙ্গে বিদেয় করে' দিতে পারো নি? রেখেছ কি জন্তে?'

কুমুদিনী বলিল, 'বিদেয় করবার জন্তে আনালাম নাকি? আমিই ত' ওকে আনিয়েছি।'

কিন্তু সতীন যে সতীনকে কোনোদিন আনিতে পারে সেকথা শ্রীপতি বিশ্বাস করিল না। হাসিয়া বলিল, 'যাও যাও—ও-সব

ঢং তোমার রাখো। রাত হ'য়ে যাচ্ছে, দরজা পর্য্যন্ত লণ্ঠনটা নিয়ে ওকে একটুখানি আলো দেখিয়ে দাও, ও চলে' যাক্।'

কুমুদিনী বলিল, 'না গো না, যাবার জন্তে ও আসেনি, ও থাকবে। আজ যদি এখন তুমি ওকে বিদেয় করে' দাও, বদনাম তোমার হবে না, হবে আমার।'

শ্রীপতি বড় বিপদে পড়িল। চারুর মা তাহাকে সত্যই ঠকাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, কিছুদিন এমনি গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে টাকাটা আদায় হইবে। কিন্তু কুমুদিনীর কথা শুনিয়া চারুকে যদি সে এমনি অযাচিতভাবে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখে তাহা হইলে টাকা কি জমি কিছুই আর আদায় হইবার আশা নাই। অথচ কুমুদিনীকে চটাইতেও তাহার ভরসা হয় না।

শ্রীপতি বলিল, 'বদনাম আবার কিসের? চারুর মা যে আমায় ঠকিয়েছে একথা সবাই জানে। তার জন্তে সারা গাঁয়ের লোক তা'কে ছি ছি করছে। আমাকে বলে—আচ্ছা করেছ তুমি চিপতি, ও-মেয়েকে তুমি নিও না, মাগী জব্দ হোক্।'

কুমুদিনী দাঁড়াইয়া ছিল চারুর কাছেই। চারু মুখ তুলিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, 'টাকা আমি এনেছি দিদি।'

কথাটা শ্রীপতিও শুনিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকা?'

চারু মাথা হেঁট করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'পাঁচশ'।'

এতক্ষণে শ্রীপতি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'আর জমি?'

'জমি আমার মা কাল রেজেষ্ট্রী করে' দেবে বলেছে।'

'আর গয়না? তোকে যে-সব গয়না তার দেবার কথা ছিল?'

'সবই আমি নিয়ে এসেছি।'

শ্রীপতি খুশী হইয়া বলিল, 'বেশ, বেশ। কিন্তু হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত তোর মাকে আমার বিশ্বাস নেই বাপু। জমি কাল সে ঠিক দেবে ত'?'

চারু নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িল।

কুমুদিনীর মুখের পানে তাকাইয়া শ্রীপতি বলিল, 'কই এক-ছিলিম তামাক দাও দেখি সেজে। তামাকটা খেতে খেতে টাকাগুলো গুনে দেখি।'

এই বলিয়া সে সেইখানেই ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল।

স্বামীকে খাওয়াইয়া কুমুদিনী বলিল, 'আয় এবার আমরা খাই।'

চারু বলিল, 'আমি আজ আর কিছু খাব না দিদি, আমি খেয়ে এসেছি।'

কুমুদিনী দু'জনের ভাত বাড়িল। বলিল, 'ভেবেছিস বুঝি কুলোবে না। কিন্তু সধবা মেয়ে, রাত্রে যেমন হোক্ চারটি খেতে হয়। আয়, যেমন আছে দু'জনে ভাগাভাগি করে' চারটি খাই।'

দু'জনের খাওয়া চুকিল। এইবার শুইবার পালা।

কুমুদিনী আগে সে সব ঠিক করিয়াছিল। ছেলেমেয়ে লইয়া নিজে সে নীচে শুইবে আর চারুকে পাঠাইবে উপরে—তাহার স্বামীর কাছে।

শ্রীপতি যেমন রোজ যায় সেদিনও তেমনি আহারাদির পর তামাক টানিতে টানিতে কোঠাঘরের উপরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কুমুদিনী বলিল, 'চারু, যা তুই ওপরে যা।'

লজ্জায় চারু যেন একেবারে মরিয়া গেল। দরজার চৌকাঠের গায়ে হেলান্ দিয়া মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমুদিনী তাহার হাতে ধরিয়া বলিল, 'যা, আমার কথা শোন্। আলোটা হাতে নিয়ে ওই সিঁড়ি ধরে' বরাবর ওপরে উঠে যা। দরজায় খিল বন্ধ করে' দিস।'

আর কিছু না বলিয়া তাহার দুই ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাঝখানে কুমুদিনী যেন জোর করিয়াই শুইয়া পড়িল।

চারু ধীরে-ধীরে তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'দিদি তুমি যাও। আমি বরং এইখানে—'

কুমুদিনী চোখ বুজিয়া ছিল। তেমনি চোখ বুজিয়াই জবাব

দিল, 'ওরে না না, এত ভালমানুষী করে' কাজ নেই—যা। আজ বলচিস কিন্তু চিরকাল বলতে পারবিনে।'

চারু তবু উঠিল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দু'জনেরই মনের আকাশে ঘন ঘোর মেঘ উঠিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল চারু তখনও তেমনি হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

কুমুদিনী রাগিয়া উঠিল। সত্যই রাগিল কিনা কে জানে। কিন্তু যেরকম ভাবে কথা বলিল মনে হইল যেন রাগিয়াছে। বলিল, 'আমায় কি তোকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে নাকি? ও-কাজ আর আমায় দিয়ে করাসনে চারু, যা।'

এবার সে যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া লণ্ঠনটি হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আলো এখানে থাকবে না দিদি?'

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কুমুদিনী বলিল, 'না।'

তাহার পর অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া মেয়েটিকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া চোখ বুজিয়া কুমুদিনী বোধকরি ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম দূরের কথা, বুকের ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিয়া উঠিতেই কঙ্কাবতীকে সে আরও জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল এবং এতক্ষণ পরে নিতান্ত সঙ্গোপনে

তাহার সেই শুষ্ক দুইটি মুদ্রিত চক্ষু অশ্রুজলধারায় সজল হইয়া উঠিল।

ঘরের ভিতরকার সেই নিকষকৃষ্ণ নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে কুমুদিনী তাহার স্নেহপুত্তলী সন্তানদুইটিকে তাহার দুই পাশে লইয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় সকাতরে গুমরিয়া গুমরিয়া কতক্ষণ ধরিয়া যে নীরবে অশ্রুপাত করিল কে জানে, সহসা তাহার পায়ের তলায় কেমন যেন একটা সুকোমল বস্তুর স্পর্শ পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?'

কোনও সাড়াশব্দ পাইল না। অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া গায়ে হাত দিয়া বুঝিল—চারু। দেখিল, ক্রন্দনের প্রচণ্ড বেগে তাহারও পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

'তুই কাঁদছিস চারু ? ওপরে যাসনি ?'

চারু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'গিয়েছিলাম দিদি, উনি তাড়িয়ে দিলেন।'

'তাড়িয়ে দিলে ! কেন ?'

'বললেন, জমি না পাওয়া পর্য্যন্ত তোর আমি মুখ দেখব না।'

কুমুদিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্ধকারে চারুর হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

*

*   *

পরদিন সকালেই শ্রীপতি তাহার শাশুড়ীর কাছে লোক পাঠাইল। শাশুড়ী বলিয়া পাঠাইয়াছে—আজ অশ্লেষা, কাল মঘা, এবং তাহার পরের দিন বৃহস্পতিবার, এই তিনটি দিন বাদ দিয়া শ্রীপতির যেদিন সুবিধা হইবে সেইদিনই রেজেষ্ট্রী-আপিসে গিয়া কাত্যায়নী জমি রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া আসিবে।

এখনও তিন দিন!

শ্রীপতি তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিতে বসিল। দেখিল, মাগী মিথ্যা বলে নাই। আজ অশ্লেষা, কাল মঘা এবং পরশু বৃহস্পতিবারই বটে। যাই হোক, এই তিন দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

পথে ঘাটে যেখানে-সেখানে চারুকে শ্রীপতি কতবার দেখিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া চোখের সুমুখে বধূবেশে এই প্রথম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে, কুমুদিনীকে সাহায্য করিতেছে.—আগুনের মত লাল রঙের শাড়ীটি তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার, সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, পায়ে রাঙা টকটকে আলতা, নিটোল সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন, মুখখানি

তাহার বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া নিখুঁৎ করিয়া গড়িয়াছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপতি বারকয়েক্ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল।

বৈকালে কলসি কাঁখে লইয়া পদ্মদীঘি হইতে মেয়েরা জল লইয়া আসে। চারু সেদিন পিতলের কলসিটা কাঁখে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'দিদি, আমি জল নিয়ে আসি।'

কলসিটা কাড়িয়া লইয়া কুমুদিনী বলিল, 'না। পাড়ার যত মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে আর বলবে প্রথম দিনেই সতীনের কাঁখে কলসি তুলে দিয়েছে। তার চেয়ে তুই ছেলেদের নিয়ে ঘরে থাক্, ঘর-দোর ঝাঁট-পাট্ দে, আমি যাই।'

এই বলিয়া কলসি লইয়া কুমুদিনী নিজেই বাহির হইয়া গেল। শ্রীপতি বাড়ী ছিল না। কুমুদিনী বলিয়া গেল, 'সদর দরজায় খিল্ বন্ধ করে' দে, নইলে গরু ঢুকবে।'

সোনামণিও খেলা করিতে গেছে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া সদর দরজাটা চারু বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, 'তুমি এইখানে বোসো খুকুমণি, উঠোনটা আমি পরিষ্কার করি। কেমন ?'

এই বলিয়া তাহাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসাইয়া ঝাঁটা হাতে লইয়া উঠানটা চারু ঝাঁট্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সদর দরজায় শ্রীপতির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।—'দরজা খোলো !'

ঝাঁটা হাতে লইয়াই চারু দরজা খুলিয়া দিল এবং দরজা খুলিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীপতি বলিল, 'কি গো, তোমার দিদি জল আনতে গেল দেখলাম, তুমি গেলে না যে?'

চারুকে সে চিরকাল 'তুই' বলিয়াই ডাকে, তাহারই মুখে আজ হঠাৎ 'তুমি' শুনিয়া চারু ভাবিল, পুকুরে সে না যাওয়ার জন্ম কথাটা বুঝি সে রাগ করিয়াই বলিতেছে।

মাথা হেঁট করিয়া ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত ধীর নম্রকণ্ঠে চারু কহিল, 'দিদি বারণ করলে।'

শ্রীপতি বলিল, 'ঝাঁটা হাতে কেন? আমায় মারবে নাকি?'

ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া চারু চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীপতি তাহার আরও একটু কাছে আগাইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া ঘোম্‌টার কাপড়টা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, 'এতটা ঘোমটা কেন? সুন্দর মুখ, একটুখানি দেখলেই বা ক্ষতি কি?'

এবারেও সে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

'দরজার কাছে কেন, চল—ঘরে চল।' বলিয়া শ্রীপতি তাহার হাতখানা ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই ছুটিয়া একেবারে

খুকুমণির কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া উঠানের উপর ঝাঁটা চালাইতে সুরু করিল।

শ্রীপতি ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, 'চারু, আমায় একগ্লাস জল দিতে পার ?'

হাতের ঝাঁটাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া চারু তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া রান্নাঘর হইতে একগ্লাস জল লইয়া বড়-ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল শ্রীপতি নাই। কোথায় গেল ভাবিতেছে, এমন সময় শুনিল উপরের ঘর হইতে শ্রীপতি বলিতেছে, 'এনেছ ?'

জলের গ্লাসটি হাতে লইয়া চারু ধীরে-ধীরে উপরে উঠিয়া গেল। দেখিল শ্রীপতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।—'ওপরে উঠে এসেছি বুঝতে পারনি, না ?'

জলের গ্লাসটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া চারু চলিয়া যাইতেছিল, শ্রীপতি বলিল, 'দাঁড়াও না, গ্লাসটা নিয়েই যাও।'

চারু বলিল, 'খুকুমণি একা বসে' আছে।'

শ্রীপতি বলিল, 'থাক্ না! ও অমন থাকে।'

তাহার পর জল খাইয়া শ্রীপতি আবার বলিল, 'ছাখো, তোমাকে তুই বলতে আজ আমার কেমন যেন লজ্জা করছে। কেন বল দেখি ? আগে বলতাম, তখন ছোট ছিলে, এখন অনেক বড় হ'য়ে গেছ।'

গ্লাসটির জন্য চারু হাত বাড়াইল।

জানালার উপর গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া শ্রীপতি বলিল, ‘দাঁড়াও না, যাবে যাবে। আচ্ছা চারু, তোমার মায়ের মতলব কি বল দেখি? জমি ক’বিঘে দেবে ত’?’

ঘাড় নাড়িয়া চারু বলিল, ‘দেবে।’

‘বেশ, বেশ, দেওয়া ত’ উচিত।—এত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন চারু, এগিয়ে এসো না!’ বলিয়া সে হাতে ধরিয়া চারুকে তাহার কাছে টানিয়া আনিল। চারু তাহাতে আপত্তি করিল না সত্য কিন্তু নিতান্ত ভীত সঙ্কুচিতভাবে তাহার বুকের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াই বলিল, ‘আমি যাই।’

শ্রীপতি বলিল, ‘যাই যাই করছ কেন, আমায় কি তোমার ভাল লাগছে না?’

একথার জবাবে কিছুই না বলিয়া চারু হয়ত’ চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে হয়ত তাহার অন্য অর্থ হইতে পারে ভাবিয়া চারু বলিল, ‘না, তা কেন?’

‘তবে?’ বলিয়া হাত দিয়া শ্রীপতি তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিল। বলিল, ‘তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, কে জানতো বল দেখি? তুমি লোকের কোলে-কোলে ঘুরে’ বেড়াতে এই সেদিনের কথা, এরই মধ্যে কত বড় হয়ে গেলে ছাখো। একদিন—আমার বেশ মনে পড়ে,

তোমায় আমি কোলে নিয়ে এই—এমনি করে' একটি চুমু খেয়েছিলাম…'

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই চারুর সুচারু দুই ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন করিল। চুম্বন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 'আর তুমি কি করেছিলে জানো? আমার নাকে দিয়েছিলে কামড়ে।'

চারু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে যে কি সুন্দর হাসি, না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই!

শ্রীপতি তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া বসাইল।

তাহার পর শ্রীপতির সে কত কথা! কথা যেন তাহার আর ফুরাইতেই চায় না! চারু যত উঠি-উঠি করে শ্রীপতি ততই তাহাকে টানিয়া টানিয়া বসায়। যে-গল্পটা সে বিবাহের পরেই চারুকে শুনাইবে ভাবিয়াছিল, তখনও সেটা তাহার শেষ হয় নাই। বলে, 'তার পর শোনো মজা! তারও শাশুড়ী-মাগী ঠিক তোমার ওই মা'র মত। বলে—বুড়ো জামাইএর হাতে মেয়ে দিলাম। আরে, পুরুষ মানুষ বুড়ো কখনও কি আর হয় সহজে? সত্তোর—পঁচাত্তোর পেরিয়ে যায়, তবু আমরা বুড়ো হই না। আর তোমরা? হেঁ-হেঁ, সেই কথায় আছে না, কুড়ির পরেই বুড়ী।—মহাভারত পড়েছ ত? আচ্ছা। অর্জ্জুন যখন সেই—সেই—ইয়েকে বিয়ে করলে, তখন তার চার-পাঁচটা বৌ বেঁচে-, আর সব

বৌগুলোরই প্রায় ডাগর-ডাগর যুগ্যি-যুগ্যি ছেলে,—অর্জ্জুনকে তাহ'লে বুড়ো বলতে হয় !'

এমন সময় কাহার যেন পদশব্দে সচকিত হইয়া চারু উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীপতি তাহাকে আবার আর-একবার টানিয়া বসাইতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই দেখিল, ভিজা কাপড়ে কুমুদিনী একেবারে তাহাদের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুমুদিনীর দোষ নাই। জলের কলসিটা নীচে নামাইয়া রাখিয়া সে উপরে আসিয়াছিল কাপড় ছাড়িতে।

হাতে হাতে ধরা পড়িলে চোরের মুখখানি যেমন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যায় শ্রীপতির মুখখানিও ঠিক তেমনি হইয়া গেল। আর চারু একেবারে লজ্জায় যেন মরিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত ঝাঁটাগাছটা আবার সে তুলিয়া লইয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

কুমুদিনীর শুকনো কাপড় ছিল ঘরের ভিতর। গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকিয়া আন্‌লা হইতে শাড়ীখানি লইয়াই সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, শ্রীপতি চুপি-চুপি বলিল, 'দেখলে মজা? যেই ঘরে ঢুকেছি আর ছুঁড়ী অম্‌নি পিছু-পিছু এসে হাজির !'

কুমুদিনী একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা শুনিল মাত্র, কোনও জবাব না দিয়া গম্ভীরমুখে যেমন চলিয়া যাইতেছিল তেমনি চলিয়া গেল।

শ্রীপতি তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'কথাটা বিশ্বাস হ'লো না বুঝি ?'

কুমুদিনী কিন্তু তাহারও কোনও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না।

রাত্রে আহারাদির পর কুমুদিনী বলিল, 'চারু, তুই যা ওপরে।'

আজ আর শ্রীপতি তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না চারু তাহা জানে, তবু সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমুদিনী একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল, তাহার পর কেমন যেন রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না চারু, যা।'

তখন বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চারুকে যাইতে হইল।

গেল বটে, কিন্তু সেদিন আর সে ফিরিয়া আসিল না।

এদিকে কুমুদিনীর চোখে ঘুম নাই! ছেলে মেয়ে দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদেরই মাঝখানে শুইয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়াও সে ঘুমাইতে পারিল না। একবার কেমন যেন একটুখানি চোখ লাগিয়াছিল, শ্রীপতির হাসির শব্দে সহসা তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। ধীরে-ধীরে সে উঠিয়া বসিল। রাত্রি যে তখন কত হইয়াছে কে জানে। বেশি

না হইলেও পল্লীগ্রাম একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দূরে কোথায় যেন কয়েকটা কুকুর ডাকিতেছিল, গোয়ালে গাইগরুগুলা বোধ করি স্থানাভাবে হুটোপুটি করিতেছে, আর তাহার ঘরের বাহিরে অন্ধকার উঠানের আশে-পাশে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাক ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নাই। সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্রীপতির হাসির শব্দ আবার তাহার বুকের উপর আসিয়া ধ্বক্ করিয়া বাজিল। কুমুদিনী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুরু দুরু বক্ষে অসংযত পদক্ষেপে সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বন্ধ দরজার গায়ে কান পাতিয়া শুনিল হাসি তাহার তখনও থামে নাই, কিন্তু কেন যে হাসিতেছে কি যে বলিতেছে কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। না বুঝিলেও তাহার এই অস্পষ্ট হাস্যকলরব, তাহার এই অতি তীব্র আনন্দের উচ্ছ্বাস কুমুদিনীর বুকে আসিয়া বড় নিদারুণ ভাবেই আঘাত করিল। মনে হইল বুঝি-বা সমস্ত বিশ্বজগৎ এখনই তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মনে হইল ইহার চেয়ে কঠিন কঠোর নির্ম্মম নিষ্ঠুর বুঝি বা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কিছুই নাই, ইহাকে সে সহ্য করিতে পারিবে না, এমন করিলে সত্য-সত্যই সে পাগল হইয়া যাইবে, বহ্নিশিখার মত ওই রূপবতী সতীনকে গৃহে স্থান দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত সেখানে তেমনি চোরের মত নীরবে

দাঁড়াইয়া থাকিবার পরেই মনে হইল তাহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত রক্তস্রোতে যেন আগুন ধরিয়া গেছে, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, এমন করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব। বদ্ধ দুয়ারের উপর বারকতক করাঘাত করিয়া মনে হইল উহাদের একবার সতর্ক সজাগ করিয়া দেয়, আবার মনে হইল চৌকাঠে মাথা ঠুকিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করে। কিন্তু কিছুই তাহার করা হইল না। কঙ্কাবতী হঠাৎ ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিতেই মাতালের মত টলিতে টলিতে কুমুদিনী সেখান হইতে নামিয়া আসিল।

*

* *

চারুর নামে কাত্যায়নী জমি কয়বিঘা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছে। জমি যে ভাল শ্রীপতি তাহা দেখিয়া লইতে কসুর করে নাই। সুতরাং চারুর স্বামীগৃহবাসের অধিকার এইবার কায়েমী হইয়া গেছে।

কুমুদিনী সেদিন একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, চারু বলিল, 'দিদি, তোমার কাপড়টা যে ছেঁড়া!'

'কোথায়?' বলিয়া কুমুদিনী একবার পিছন ফিরিয়া ছেঁড়া জায়গাটা হাত দিয়া দেখিল মাত্র, তাহার কোনও প্রতিবিধান করিল না।

চারু বলিল, 'কাপড়টা উল্‌টে পরো দিদি, আর নয়ত' আর একখানা—'

কুমুদিনী বলিল, 'ও সব সমান। আমার সব কাপড়ই ছিঁড়েছে।'

এই বলিয়া সে এমন গম্ভীর মুখে ঘরের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল যে সে-সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চারুর সাহস হইল না।

পাড়ার মেয়েরা কুমুদিনীর বাড়ী বেড়াইতে আসিলে কুমুদিনীর বড় লজ্জা করে, কাহারও সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। আর লোকজন আসে শুধু ইহাদের মজা দেখিবার জন্য। মুখে তাহাদের সতীনের কথা ছাড়া যেন আর কোনও কথাই নাই। তাই সে যখন-তখন সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, চারুকে বলে, 'সদর দরজা কখ্খনো খুলে রাখিসনি চারু, খোলা দেখলেই বন্দ করে' দিস্।'

কিন্তু কি কারণে না জানি সদর দরজাটা সেদিন খোলাই ছিল, চারুও বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে, কুমুদিনীও ভুলিয়াছে।

সেই খোলা দরজার পথে বগলা-মাসি আসিয়া উপস্থিত!—'বলি হ্যাঁ লা চারু, বলি ও কুমু, তোদের ব্যাপার কি শুনি? যখনই আসি, দেখি দরজা বন্দ। চিপতি কোথায়?'

চোখের ইসারায় চারু বুঝাইয়া দিল—সে উপরে। বগলা-মাসি তখন উপরের দিকে তাকাইয়া গলার আওয়াজটা আর একটুখানি চড়াইয়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'শুনছি নাকি তোরা চিপতিকে নিয়ে দিনরাত টানা-হেঁচ্ড়া করচিস্, তা যদি করিস ত' ও বাঁচবে কেমন করে' বল্ দেখি?'

কুমুদিনী রান্নাঘরে কি যেন কাজ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া মাসিকে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু হঠাৎ আবার কি ভাবিয়া কিছুই না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার মুখ দেখিয়া

বুঝিল দিদি রাগিয়াছে। এখনই হয়ত কি একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে ভাবিয়া মাসির কাছে চারু আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি কিছু কাজ আছে মাসি ?'

কথাটার অর্থ বুঝিতে মাসির দেরি মোটেই হইল না। এতটা সে আশা করে নাই। মুখ তুলিয়া একবার সে চারুর মুখের পানে তাকাইল। তাকাইয়া বলিল, 'বুঝেছি। একে দোজ্-পক্ষের মাগ, তায় আবার রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না, চিপতির সংসার তুই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে' ছাড়বি তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।'

এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওলো ও কুমু, সতীনকে শাসন কর্ বাছা, তা যদি না পারিস ত' ছেলে-মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে সময় থাকতে বাপের বাড়ী চলে' যা। এ মেয়ের মুখে যখন কথা ফুটেছে তখন ও তোর সর্ব্বনাশ না করে' ছাড়বে না।'

ঠিক এমনি সময় শ্রীপতি উপর হইতে নামিয়া কোনোদিকে না তাকাইয়াই বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, বগলা-মাসি বলিল, 'ওরে ও চিপতি, শোন্। তোর বাড়ী ঢুকতে যে আমাদেরও বারণ করে' দিয়েছিস তা বাছা জানতাম না। তা বেশ করেছিস, আমরা না হয় আসব না, কিন্তু হাঁরে চিপতি, চোখে দেখে না বলে' আর থাকতে পারছি না। বলি—ওই যে তোর বড় বৌ

কুমু, দু'দুটো ছেলের মা—ঘরের লক্ষ্মী, ওর পরনের কাপড়টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিস? আমি ত' দেখে আর লজ্জায় বাঁচিনে। ছি ছি, এই ছুঁড়ীকে এখন থেকে বিবি সাজিয়ে মাথায় তুলে তোর ওই ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিসনি বাছা, ভাল হবে না চিপতি, এতে তোর অমঙ্গল হবে, এমন আমি অনেক দেখলাম।'

রান্নাঘরে কুমুদিনীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। পিছন ফিরিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন সে করিতেছে। শ্রীপতি একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন গো, তোমার কাপড় কি নেই?'

কুমুদিনীর কাছ হইতে কোনও জবাব আসিল না।

'কি জানি, আছে হয়ত, পরেনি। তাতে আর এমন কি হয়েছে মাসি।' বলিয়া কথাটাকে তত আর আমল না দিয়াই শ্রীপতি বাহির হইয়া গেল। বগলা মাসিও দেখিল, গতিক ভাল নয়। এখন এখান হইতে সরিয়া পড়াই ভালো। তাই শ্রীপতি চলিয়া যাওয়ার পর তাহাকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

এদিকে চারু তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া ভাল একখানি ধোয়া শাড়ী বাহির করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় কুমুদিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এইটে তুমি পর দিদি।'

দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া কুমুদিনী পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া কঙ্কাবতীর একটা জামা সেলাই করিতেছিল। কঙ্কাবতীও বলিল, 'হ্যাঁ মা, পর না মা!'

কুমুদিনী এক মনে সেলাই করিয়া চলিতে লাগিল। কথাটা যেন শুনিতে পায় নাই—এমনি মনের ভাব।

চারু আবার বলিল, 'দিদি, শুনছো?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'মা, ছোট-মা তোমার কাপড় এনেছে।'

কুমুদিনী মেয়েকে তাহার ধমক্ দিয়া উঠিল, 'বেশ করেছে, এনেছে ত' কি হবে কি?'

চারু কোনও কথা না বলিয়া কাপড়খানি হাতে লইয়া তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া ছিল। কুমুদিনী তেমনি সেলাই করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'না না ও কাপড় আমি পরব না চারু, কাপড় তুই রেখে দিগে, যা।'

চারু বলিল, 'ওই ছেঁড়া কাপড়খানা পরে' ঘুরে বেড়াবে, আর লোকে তোমায় যা-তা' বলে' যাবে দিদি?'

কুমুদিনী এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'লোককে যা-তা' ত' তুইই বলালি চারু! কেন তুই ও-মাগীকে রাগাতে গেলি বল্ ত'? কেন, জানিসনে, ওই-সব কথা নিয়ে সারাগাঁয়ে ও ঘোঁট্ পাকিয়ে বেড়াবে!'

চারু বলিল, 'তা আমি কেমন করে' জানব দিদি?'

কুমুদিনী বলিল, 'না, জানিসনে! কচি খুকি!'

মাথা হেঁট করিয়া চারু ধীরে-ধীরে বলিল, 'তোমার মুখ দেখে তখন মনে হ'লো তুমি রেগেছ, তাই আমি ওকে—'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুমুদিনী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমার রাগকে তোর এত ভয় চারু?'

মুখ বুজিয়া চারু চুপ করিয়া রহিল।

কুমুদিনী বলিল, 'ভয়! ভয়ের কথা আর বলিসনি।'

ম্লানমুখে চারু জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দিদি?'

'কেন?' বলিয়া কুমুদিনী মুখ তুলিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে চারুর মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'দ্যাখ্ চারু, ভয় যদি আমায় করতিস্, তোরা তাহ'লে কাল আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে দু'জনে ঘর ফাটিয়ে হাসতিস্ না কখনও।'

চারু বলিল, 'আমি ত' হাসিনি দিদি।'

কুমুদিনী কোনও কথা বলিল না, নীরবে হেঁটমুখে আবার সেলাই করিতে লাগিল। চারু চাহিয়া দেখিল, তাহার চোখের দুই কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা হাতের সেলাইএর উপর টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই লইয়া রাত্রে সেদিন একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল।

আহারাদির পর শ্রীপতিকে একা পাইয়া চারু বলিল, 'আজ আমি কিছুতেই যাব না, তুমি দিদিকে ডাকো।'

শ্রীপতি মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'না না, দিদিকে ডাকতে হয় না। সে আসবে না।'

চারু বলিল, 'আসবে না! ডেকে দেখেছ কোনোদিন?'

এই বলিয়া সে কুমুদিনীর বিছানায় শুইয়া শুইয়া খুকুমণিকে আদর করিতে লাগিল।

কুমুদিনী বলিল, 'শুয়ে রইলি যে চারু? যা—এখান থেকে, —ওঠ্। আমায় শুতে হবে না?'

লজ্জায় মুখ দিয়া কথাটা চারুর বাহির হইতে চাহিতেছিল না, তবু সে বলিল, 'আজ আমি খুকুমণিকে নিয়ে এইখানে শোবো দিদি, তুমি যাও।'

কুমুদিনী বলিল, 'বগলা-মাসি মিছে কথা ত' বলেনি চারু, তোর মুখে যে দেখছি বেশ কথা ফুটেছে।

চারু চুপ করিয়া রহিল।

কুমুদিনী বলিল, 'এখনও গেলিনে চারু?'

চারু নিতান্ত অনুনয়ের সুরে কহিল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, আমায় আর যেতে তুমি বোলো না, আমি যাব না।'

'না যাস্ ত' আমার মাথা খাস্ চারু। ছাখ্, আমায়

রাগাসনি, আমার রাগ ভারি খারাপ। ওঠ্।' বলিয়া কুমুদিনী তাহার হাতে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল।

তবুও সে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কুমুদিনী বলিল, 'পায়ে তোর মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো চারু, যা বলছি।'

এই বলিয়া চারুকে সে একরকম জোর করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল।

নিরুপায় চারু বলিল, 'আচ্ছা মেয়ে তুমি দিদি, তোমার মহিমে বোঝা ভার।'

ওদিকে অধীর আগ্রহে শ্রীপতির সময় যেন আর কাটিতে চাহিতেছিল না। চারু ঘরে ঢুকিতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ এত দেরি যে?'

চারু নীরবে একটুখানি দূরে সরিয়া গেল। মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে রাগিয়াছে।

*

*   *

কয়েকদিন পরে পাড়ার একটা ছোট মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে সেদিন চারুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এই চারু! তোমার মা তোমাকে ডাকছে।'

চারু বলিল, 'কে? আমার মা? কোথায়?'

মেয়েটা বলিল, 'ওই যে দুয়োরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।'

কথাটা কুমুদিনী বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল, 'দুয়োরে দাঁড়িয়ে কেন লা? এখানে ডেকে দে না!'

মেয়েটা বলিল, 'এখানে আসবে না যে! খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

কুমুদিনী বলিল, 'যা তবে শুনেই আয় চারু!'

চারু দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া দেখিল, মা তাহার দেওয়াল ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। খাবার নয়, হাতে তাহার বড় বড় দুইটি পাকা আম।

চারুর হাতে আম দুইটি তুলিয়া দিয়া কাত্যায়নী বলিল, 'আমার ঘরে ত' আর যাবি না বলে' পিতিজ্ঞে করেই বেরিয়েছিস বাছা, কিন্তু আমি ত' আর চুপ করে' থাকতে পারলাম না চারু।

এই আম দুটি কিনলাম দু' আনা জোড়া, টাকায় ষোলোটির বেশি কিছুতেই দিলে না,—নে চট্ করে' খেয়ে নে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।'

চারু বলিল, 'কি যে বল তুমি মা তার ঠিক নেই! এত চুপিচুপি কথা বলছ কেন, দিদি হয়ত কিছু মনে করবে। এসো, বাড়ীর ভেতরে এসো।'

চুপিচুপি কথা তাহার হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। গলার আওয়াজ একেবারে সপ্তমে চড়াইয়া কাত্যায়নী চেঁচাইয়া উঠিল। —'মনে করবে কি না? মনে করবে কি! কেন, তুই কি মাগ্না এসেছিস নাকি? এই এতগুলি টাকা দিয়েছি, গয়না দিয়েছি, জমি দিয়েছি, দিতে ত' আর বাকি কিছু রাখিনি বাছা, তার আবার মনে করাকরি কি!'

চারু অত্যন্ত ভয় পাইয়া মাকে তাহার মিনতি করিয়া বলিল, 'দোহাই মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি অমন করে' বোলো না মা, তুমি চুপ কর।'

কাত্যায়নী বলিল, 'হ্যাঁ ঠিক, আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে। আমি শুধু মরব কবে সেই কথাটিই জানি না বাছা, তাছাড়া আগে থেকে আমি সবই বলে' দিতে পারি। সতীন তোর বীরভূম জেলার মেয়ে, ওরা সোয়ামীকে বশ করতে ওষুধ খাওয়ায়, তুই ত' সতীন, তোকে ত' নিশ্চয়ই খাইয়েছে। তোর চেহারা

দেখেই আমি সেকথা তক্ষুনি বুঝতে পেরেছি চারু। তা বেশ হয়েছে, মর্ এইবারে এইখানে সতীনের ঝি-গিরি কর্, সতীনের ছেলে মানুষ কর্, তাহ'লেই তোর সগ্‌গোবাস হবে ?

চারু এইবার রাগিয়াই বলিল, 'তুমি বাড়ী যাও মা, আমার কাজ আছে, আমি চললাম।'

কাত্যায়নী বলিল, 'তোর আবার কি এমন কাজ আছে শুনি! শুনলে আমার অষ্টাঙ্গ জ্বলে' যায় বাছা! তোর দুটো ছেলে হয়েছে, না মেয়ে হয়েছে, তোর আবার কাজ কিসের লা— কাজ কিসের ? ছি ছি ছি ছি, বশ করবার ওষুধ খেয়ে শুনেছি লোকে পাগল হয়ে যায়, শেষে তুইও আবার তাই-না হয়ে যাস্ চারু, আমার শুধু তাইতেই ভয়।'

কাত্যায়নীর গলার আওয়াজ শুনিয়াই হোক কিম্বা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াই হোক্, বগলা-মাসি কোথা হইতে হুস্ করিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—'মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিস্ কাতু? আহা, হাজার হোক্ পেটে ধরেছিস্—মা ত',—দেখতে এক-আধবার ইচ্ছে করে বই-কি! কিন্তু কেমন করে' দেখবি বল্, আমরা এই হাতের কাছে থাকি, তবু দেখতে পাই না। দুয়োরে চব্বিশঘণ্টা খিল্ ওদের পড়েই আছে। ঘরে কারও ঢোকবার জো নেই।'

কাত্যায়নী বলিল, 'সেই কথাই ত' বলছি বগলা! বশ

করবার ওষুধই যদি তোকে না খাওয়াবে ত' তোর এমন দশা হবে কেন?'

বগলা তাহার আরও একটুখানি কাছে আগাইয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া চুপিচুপি বলিল, 'হুঁ ঠিক বলেছিস কাতু, আমারও সেদিন তাই মনে হয়েছিল বটে।'

কাত্যায়নীও এবার তাহার গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া বলিল, 'ও-সবের কাটান্ ছেটান্ কোথা পাওয়া যায় তুই জানিস্ বগু?'

বগলা বলিল, 'তা জানি বই-কি কাতু, সেই যে সেই ওপাড়ার রায়েদের বৌটার কথা তোর মনে আছে ত'? ওর জন্যে আমিই শেষে কোমর বেঁধে ছুটে গেলাম, নইলে ভূতোটা ত' গিয়েছিল একেবারে। সে-সব অনেক কথা দিদি, নিরবিলি একদিন বলব গিয়ে। কিন্তু তোর এই মেয়ের গুণের কথা আর বলিসনি কাতু, সেদিন আমার মুখের ওপরেই বললে কিনা তুমি বেরোও মাসি এখান থেকে, নইলে ভাল কাজ হবে না।—এই ত' আমি ওর মুখের সামনেই বলছি, আমি ত' আর লুকিয়ে-ছাপিয়ে বলিনি।'

চারুর মুখের পানে তাকাইয়া কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁলো, বলেছিলি? নে—পায়ে ধর্, তোর মাসির পায়ে হাত দিয়ে বল্ আর কখনও—'

তাহার কথাটাকে চারু আর শেষ করিতে দিল না, বলিল,

'হ্যাঁ, বলেছিলাম আজ তোমাকেও বলছি মা, তুমিও এখান থেকে চলে' যাও।'

এই বলিয়া সে আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া হড়াস্ করিয়া সশব্দে তাহাদের মুখের উপরেই সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

*

* *

এদিকে শ্রীপতি তখন তাহার লগ্নী কারবার লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুদ-বন্ধকী দলিল ইত্যাদি রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য, নিলাম ডাকে সস্তায় জমিজমা খরিদ করিবার জন্য প্রায়ই তাহাকে শহরে যাইতে হয়।

সেদিন এমনি শহর হইতে বাড়ী ফিরিয়াই শ্রীপতি তাহার গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি খুলিয়া একজোড়া নূতন শাড়ী বাহির করিয়া পুঁটুলিটি আবার ভাল করিয়া বাঁধিতেছিল, সোনামণি জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কার কাপড় বাবা ?

শ্রীপতি বলিল, 'তোমার বড়-মার একখানা, তোমার ছোট-মার একখানা।'

সোনামণি কাপড় জোড়াটা তুলিয়া লইয়া তাহাদের দিতে যাইতেছিল, শ্রীপতি হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিল। বলিল, 'দাঁড়া না। দুটো দু'রকমের পাড় আছে যে! কার কোন্ পাড়টা পছন্দ হয় দেখি আগে।'

পিছনে চারুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।—'আচ্ছা

মানুষ যাহোক্। থাক তোমার কাপড়ে কাজ নেই, দিদি নিজের টাকা দিয়ে কাপড় তার অনেক আগেই আনিয়েছে।'

শ্রীপতি বলিল, 'বেশ তাহ'লে তুমিই নাও এজোড়াটা।'

চারু বলিল, 'আমার কাপড় ত' আছে। আমি ত কাপড় চাইনি।'

শ্রীপতি রাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, 'তাহ'লে পয়সা খরচ করে' এনে আমি বেচ্‌বার জন্মে খদ্দের খুঁজে বেড়াই!'

চারু বলিল, 'তা তুমি যে এক বছর পরে কাপড় আনবে তা কে জানে!'

শ্রীপতি বলিয়া উঠিল, 'আ হা হা হা, আসছে মাসেই ত' 'সাদ-ভক্ষনে'র দিনে নতুন একখানা কাপড়ের দরকার হবে তোমার সেই জন্মেই ত' বলছি—এমনি আন্‌কোরাই রেখে দাও এজোড়াটা তোমার বাক্সের মধ্যে। পরে'ফেলো না—বুঝলে?'

চারু ধীরে ধীরে কাপড়-জোড়াটা তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে কুমুদিনীর কাছে গিয়া বলিল, 'দিদি তোমার কাপড় এলো এতদিন পরে।'

কুমুদিনী ঈষৎ হাসিয়া চারুর মুখের পানে তাকাইল।

দিদির মুখে একটুখানি হাসি দেখিলে চারু যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। সেও তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসছো যে দিদি?'

কুমুদিনী বলিল, 'আয় আমার কাছে সরে' আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

এই বলিয়া চারুকে তাহার কাছে টানিয়া আনিয়া কুমুদিনী তাহার চোখ দিয়া হাত দিয়া বেশ করিয়া তাহার আপাদমস্তক পরীক্ষা করিতে লাগিল।

চারু বুঝিল, সে তাহার স্বামীর কথা সবই শুনিয়াছে।

কুমুদিনী বলিল, 'তাই ত' বলি পোড়ারমুখী দিনে-দিনে এত সুন্দরী কেন হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। তা এতদিন বলিসনি কেন? লুকিয়েছিস যে?'

ব্যাপারটা চারু বুঝিতে পারিয়াও যেন বুঝিল না। হাসিয়া বলিল, 'কই কিছুই ত' লুকোইনি দিদি।'

কুমুদিনী বলিল, 'আমি দু'দুটো ছেলের মা চারু, আমার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে, বুঝতে আমি পেরেছি।'

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চারু দাঁড়াইয়া রহিল।

'এ সর্ব্বনাশ যে আমার একদিন তুই করবি চারু তা আমি জানি।' বলিয়া হেঁটমুখে আবার সে বঁটি দিয়া তরকারি কুটিতে লাগিল।

*

* *

চারুর ছেলে হইবে সংবাদটা সে তাহার মাকে পর্য্যন্ত জানায় নাই। শ্রীপতির মুখে খবর পাইয়া কাত্যায়নী সেদিন হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে হাঁপাইতে হাপাইতে চারুর কাছে আসিয়া হাজির!—'হাঁ লা চরী, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে যদিই-বা একটা হ'লো, তা তুই এখনও এখানে রয়েছিস যে? চল্ আমার সঙ্গে চল্ বাছা চল্—আমি নিতে এলাম। ভাল করতে না পারুক্ মন্দ ত' করে' দিতে পারে।'

কোনও কথা না বলিয়া চারু চুপ করিয়া রহিল।

কাত্যায়নী বলিল, 'কথা কইছিস না যে? বলি তোর মতলবটা কি শুনি?'

চারু বলিল, 'আমি যাব না মা, তুমি যাও।'

কাত্যায়নী তখন তাহাকে বুঝাইতে বসিল। বলিল, 'নিজের মন্দ নিজে আর করিস না চারু, তোকে আর আমি কত বোঝাব, ছোট মেয়ে ত' নোস্।'

চারু কিন্তু সেই এক জিদ ধরিয়া বসিল।—'তুমি যতই বল না মা, যেতে আমি পারব না, যাব না।'

কাত্যায়নী বলিল, 'অবাক্ করলি মা। ছেলে হবার জন্তে রাজ্যের সব মেয়েই ত' মায়ের কাছে যায় বাছা, সতীনের কাছে কেউ থাকে না।'

চারু হাসিয়া বলিল, 'বেশত' মা, আমি না হয় সতীনের কাছেই রইলাম।'

কাত্যায়নী বলিল, 'তুই হাসালি চারু! এ সময় যত্ন-আত্তি করতে হয় বাছা, কে করবে তোর এখানে? সংসারের কাজ করে' করে' আর ছেলে বয়ে' বয়ে' দশা যা হয়েছে তা ত' দেখতেই পাচ্ছি, এখনও যদি সেই এক জিদ্ ধরে' থাকিস্ চারু, তাহ'লে আর বাঁচবি না।'

চারু বলিল, 'ভালই হবে। আমি না বাঁচলে তুমি বাঁচবে।'

কাত্যায়নী এইবার রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'তা যদি বিয়ের আগে মরতিস্ তাহ'লে সত্যিই বাঁচতাম চারু, এত এত খরচও করতে হতো না আমাকে, আর এই বেয়াড়া মেয়েকে নিয়ে এত ভুগতেও হ'তো না।—তা বেশ, তুই মর্ তাহ'লে এইখানে, আমি আর এ রাস্তা মাড়াব না।'

এই বলিয়া চারুকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সতীনকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে বলিতে কাত্যায়নী চলিয়া গেল।

শ্রীপতি বাড়ী ছিল না। ফিরিয়া আসিয়াই বলিল, 'কোথায় গো, সোনার মা কোথায় ?

কুমুদিনী বলিল, 'কেন ?'

শ্রীপতি বলিল, 'আমার শাশুড়ী এক্ষুনি আমায় রাস্তায় ধরেছিল। ধরে' সে কী কান্না! বুঝলে ?'

'চারুর মা' বলিলেও বা পথে ছিল, 'আমার শাশুড়ী' কথাটা শুনিবামাত্র কুমুদিনীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। বলিল, 'বেশত, তুমিও একটু কাঁদলে না কেন তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে ?'

শ্রীপতি বলিল, 'আহা, শোনোই না কথাটা!'

কুমুদিনী বলিল, 'যার শাশুড়ী সে বলছে, যার মা সে শুনুক, আমায় কেন ?'

কুমুদিনীর রাগের কারণটা শ্রীপতি বোধহয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। বলিল, 'চারুর মা বলছিল, তুমি নাকি চারুকে যেতে দাওনি, তুমি নাকি ওষুধ খাইয়ে চারুকে বশ করেছ ?'

কুমুদিনী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। সতীন কাছে না থাকলে সুখ হবে কেন, তাই আমি ওকে যেতে দিইনি।'

শ্রীপতি একটুখানি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কুমুদিনীও কিয়ৎক্ষণ বসিয়া বসিয়া নীরবে কি যেন চিন্তা করিল। তাহার পর ডাকিল, 'চারু!'

চারু তখন এ-ঘরে খুকুমণিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'দিদি আমায় ডাকছো ?'

'হ্যাঁ, শোন্ !'

চারু তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই কুমুদিনী বলিল, 'বদনাম বাঁচাবার জন্যে আমি এত করছি চারু, কিন্তু তুই বোধহয় তা আর হ'তে দিবি নি দেখছি।'

চারু বলিল, 'কেন দিদি ? মা'র কাছে গেলাম না বলে' বলছ ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানো সবই, এখন আর ন্যাকামি করছ কেন ?'

চারু বলিল, 'সতীনকে ত' সবাই তাড়িয়েই দেয় দিদি, তুমি যদি না তাড়িয়ে কাছে রেখেছ তাতে ত' তোমার বদনাম হবে না দিদি, ভালই হবে।'

এ-কথার জবাবে কুমুদিনী কিছুই বলিতে পারিল না। বুঝিল —কথাটা তাহার মিথ্যা নয়।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই যাবিনি তাহ'লে ?'

চারু বলিল, 'না দিদি, এখন আমি যাব না।'

'কেন বল্ দেখি ?'

'গেলে তোমার কষ্ট হবে দিদি। ক'দিন থেকেই দেখছি— শরীরটে তোমার ভাল যাচ্ছে না। এ সময় একা তুমি পারবে না।'

কুমুদিনী বলিল, 'না চারু, আমার কষ্ট তোকে আর দেখতে হবে না—তুই যা।'

চারু বলিল, 'আমি যাব না দিদি, জোর করে' তাড়িয়ে দিলেও যাব না।'

কুমুদিনী হাসিল। বলিল, 'তা যাবি কেন? সতীন কখনও যায়!'

চারু বলিল, 'সতীন সতীন কোরো না বলছি দিদি, ভাল হবে না।'

এই মেয়েটার জন্য কুমুদিনী তাহার অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিল। বলিল, 'তুই সতীন নোস্ ত' কী,—তুই কী চারু? তুই কি আমার মা'র পেটের বোন্ যে, এমনি জোর করে' আমার সর্ব্বনাশ করবি? হতভাগী, তুই যা, তুই যা, আমার চোখের সুমুখ থেকে বেরো বলছি,—দূর হ!'

বলিতে বলিতে কণ্ঠ তাহার কেমন যেন বিকৃত বেদনায় রুদ্ধ হইয়া গেল।

মেয়েটাকে তাড়ানোও যায় না, অথচ চোখের সুমুখে রাখিতেও কষ্ট হয়। বলিল, 'আমি যদি তোকে জোর করে' তাড়িয়েই দিই চারু, তুই কি করতে পারিস্ বল ত'? আমার ওপর কী জোর তোর আছে শুনি?'

'আর কিছু করতে পারি আর না পারি, মরতে ত' পারি! মরে' দেবো।'

এই বলিয়া আদরিণী বালিকার মত দুরন্ত অভিমানে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ তাহার প্রাণপণে রোধ করিয়া চারু ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

কুমুদিনী হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'ওরে, সতীন মরবার জন্যে লোকে তপস্যা করে যে রে! তা জানিস?'

ও-ঘর হইতে চারুর আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এবং তাহার ফল হইল এই যে, রাত্রে সেদিন উপরের ঘরে শ্রীপতিকে একাকী শয়ন করিতে হইল। আহারাদির পর কুমুদিনী চারুকে তাহার কাছছাড়া করিল না। গম্ভীর মুখে বলিল, 'আজ তুই আমার কাছে এইখানে শো চারু, চোখের সুমুখে দিনের পর দিন আমার ওপর এ অত্যাচার···হ্যাঁ, শো এইখানে!'

তাহারই শয্যাপার্শ্বে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া চারু শুইয়া পড়িল। কুমুদিনীও প্রথমে শুইয়াছিল তাহাদের উভয়ের মাঝখানে একটুখানি ব্যবধান রাখিয়া। তাহার পর গভীর রাত্রে অভি-মানিনী চারু পাছে উঠিয়া গিয়া হট্ করিয়া কোথাও আত্মহত্যা করিয়া বসে, এই ভয়ে কখন্ যে কুমুদিনী তাহাকে নিজেরই অজান্তে প্রাণপণে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে নিজেই সে

বুঝিতে পারে নাই। রাত্রে হঠাৎ একসময় ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই কুমুদিনী তাহার নিজেরই এই হাস্যকর ব্যবহারে মনে-মনে নিজেই একটুখানি হাসিয়া আবার তাহাকে ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিল।—কিছু বিশ্বাস নাই। হাজার হোক্, সতীন ত'! তাহাকেই পাপের ভাগী করিবার জন্য অনাগত সন্তানের জননী হয়ত কখন্ আত্মহত্যা করিয়া বসিবে, দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা তাহারই মস্তকে চাপাইয়া দিয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া জীবনের পরপারে গিয়া অট্টহাসি হাসিবে, তখন আর প্রতিশোধ লইবার, ধরিবার ছুঁইবার কোথাও কিছুই থাকিবে না,—তাহার চেয়ে উহার আর কোথাও গিয়া কাজ নাই, সতীন হইয়াই চারু বাঁচিয়া থাক্!

এই বলিয়া কুমুদিনী তাহার জীবনের চরমতম সুখের পথ বন্ধ করিবার জন্য তাহার পরমতম শত্রুর মরণের পথ আগ্‌লাইয়া ধরিয়া সেদিনের সেই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে নিঃশব্দে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

*

*   *

চারু শুধু মুখে তাহার মরিব বলিয়াছিল কিন্তু মরে নাই। কুমুদিনী ভাবিল, বৃথাই সে সেদিন এত ভয় পাইয়াছিল। ছেলের মা কখনও মরিতে পারে না, মরে না।

তাহার পর চারু যখন আসন্ন-প্রসবা তখন সে নিজেই একদিন প্রস্তাব করিল, 'দিদি, এইবার আমি মা'র কাছে যাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'যা না! আমি ধরে' ত' রাখিনি!'

চারু তখন দিদিকে তাহার একটি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ছেলে হ'তে গিয়ে অনেকে মরে' যায়, না দিদি?'

কুমুদিনী বলিল, 'কই আমি ত' মরিনি।'

চারু বলিল, 'আসি দিদি। হয়ত আর না ফিরতেও পারি।'

এই বলিয়া সে তাহার মা'র কাছে চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে শ্রীপতি একদিন নিজেই আসিয়া সংবাদ দিল—'ওগো শুনেছ? চারুর একটি ছেলে হয়েছে।'

কুমুদিনী বলিল, 'তবে আর-কি ! এত বড় সুসংবাদ, আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নাচি এইবার, না কি বল ?'

শ্রীপতি বুঝিল, খবরটা এত উল্লসিত হইয়া কুমুদিনীর কাছে না বলিলেও চলিত। তাই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

*

* *

দেখিতে দেখিতে ছ' সাতটা মাস কেমন করিয়া পার হইয়া গেল কে জানে। চারু তাহার ছেলে লইয়া এখনও এ-বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই। এদিকে শ্রীপতি ও কুমুদিনী! সম্বন্ধ তাহাদের একরকম নাই বলিলেই হয়। শ্রীপতি যথেষ্ট খোসামোদ করে, কুমুদিনীকে হাসাইবার, কথা কহাইবার চেষ্টার ক্রটি সে করে না, কিন্তু কুমুদিনী যেন সে-কুমুদিনী আর নাই, দিবারাত্রি সে তাহার ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম লইয়াই থাকে, ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়,—কখনও বা গম্ভীরমুখে বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবে।

সেদিন সে সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে প্রদীপ দিতে গিয়াছে, অন্ধকারে মানুষ দেখিতে পাইল না, কিন্তু দূরে একটা বকুলগাছের তলায় কাত্যায়নীর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল। মনে হইল, কাহার সঙ্গে সে যেন জোরে-জোরে কথা কহিতেছে এবং কথাটা বোধকরি তাহাদের লইয়াই। অন্ধকার ঠাকুর-ঘরের একপাশে গা ঢাকা দিয়া কুমুদিনী দাঁড়াইয়া রহিল।

শুনিল, কাত্যায়নী বলিতেছে :

'মেয়ের কথা আর বোলো না মা, ওর হয়েছে সবই বাড়াবাড়ি। জামাই ত' রোজই আসছিল বাছা, আজ দুদিন দেখছি রাগ করে' আসছে না। রাগ আর এমন কিছু নয়, জামাই বলছে, ছেলে ত' এইবার দিব্যি ডাগর হয়েছে, চল তোমাকে নিয়ে যাই। চারু বলছে, 'না আমি ছেলে নিয়ে দিদির কাছে যেতে পারব না, আমার লজ্জা করছে।' আমি বলি—দিদি কিসের লা, দিদি কিসের! ও তোর মা'র পেটের বোন্ যে, ওকে দিদি বলছিস্!'

কুমুদিনী ইহার বেশি আর কিছু শুনিতে চাহিল না। আবার তেমনি অন্ধকারেই প্রদীপটি আঁচলের তলায় আড়াল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালেই সোনামণিকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি একটি কাজ কর ত' বাবা, এক্ষুনি একবার তুমি তোমার ছোট-মার বাড়ী যাও, গিয়ে তাকে বলো যে, মা বললে, ভাইটিকে নিয়ে তুমি এইবার চলে' এসো। না এলে মার বড় কষ্ট হচ্ছে। কেমন, পারবে ত' বলতে?'

ঘাড় নাড়িয়া সোনামণি বলিল, 'হ্যাঁ, পারব।'

'কি বলবি বল্ দেখি?'

'বলব, ভাইটিকে নিয়ে তুমি এক্ষুনি এসো, মা বললে। না এলে মা'র বড় কষ্ট হচ্ছে।'

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, 'এক্ষুনি চলে' আসতে বললাম?

দূর বোকা ছেলে! বলিস্—আজ হোক্ কাল হোক্, যেদিন হোক্ একদিন এসো। আর ওখানে থাকবার দরকার নেই। বুঝলি?'

কঙ্কাবতী ঝোঁক্ ধরিয়া বসিল, 'আমিও যাব মা! দাদার সঙ্গে আমিও যাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'বেশ ত' যাও না। সোনামণি, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যা।'

সোনামণি ও খুকুমণি দু'জনেই তৎক্ষণাৎ চারুদের বাড়ী চলিয়া গেল এবং চারু কি বলে শুনিবার জন্য কুমুদিনী তাহাদের ফিরিবার আশায় বসিয়া রহিল।

কিন্তু বড় জোর আধঘণ্টা তখনও পার হইয়াছে কিনা সন্দেহ, দেখিল, ছেলে-মেয়ে তাহার একা ফিরে নাই, চারুও তাহার শিশু সন্তানটিকে কোলে লইয়া তাহাদের সঙ্গেই আসিয়াছে।

আসিয়াই সে তাহার ছেলেটিকে কুমুদিনীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া নিজে বোধকরি কাপড়-জামা ছাড়িবার জন্যই সরিয়া পড়িল।

দিব্যি স্বাস্থ্যবান্ সুন্দর ছেলেটি, মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। অপরিচিত মানুষের কাছে শোয়াইয়া দিল ত' মুখে তাহার কান্না নাই। কুমুদিনীর দিকে কচি কচি দুটি নিটোল সুন্দর হাত বাড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কুমুদিনী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খোকার কি নাম রেখেচিস রে চারু ?'

ও-ঘর হইতে চারু বলিল, 'কিছুই রাখিনি দিদি, খোকা বলেই ডাকি।'

গায়ের জামা খুলিয়া, কাপড় ছাড়িয়া চারু এ-ঘরে আসিয়া বলিল, 'নাম একটা তুমিই রেখে দিয়ো দিদি।'

ছেলেকে কুমুদিনী চারুর কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'ছেলের ভাত হ'লো আর একটা নাম তোরা রাখতে পারলিনি ? নামও কি আমাকেই রাখতে হবে ?'

চারু বলিল, 'নাম যে তোমাকেই রাখতে বলেছিলাম দিদি, তোমায় কেউ বলেনি ?'

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, 'যিনি বলবার, তিনি ত' বলতেন— তোর সঙ্গে তাঁর দেখাই হয় না।'

চারু বলিল, 'কেন দিদি, উনি ত' রোজই যেতেন।'

'তা জানি।' বলিয়া কুমুদিনী সেখান হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গেল।

চারু ভাবিল, কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই।

*

*　　*

চারু ছেলে মানুষ করিতে জানে না। খাইবার সময় খাওয়ায় না, ঘুমাইবার সময় ঘুম পাড়ায় না। সবই আজকাল কুমুদিনীকেই করিতে হয়।

ছেলেটাকে দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে কুমুদিনী বলে, 'ছি ছি ছি ছি, ছেলে যারা মানুষ করতে জানে না, ছেলে যে তাদের কেন হয়……হে ভগবান!'

চারু চুপ করিয়া থাকে। দিদির সুমুখে আসিতে তখন আর তাহার ভরসা হয় না। কিন্তু যখন হোক্, কুমুদিনী তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলে, 'ছেলের ভার কি তুই আমার হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্তি হ'তে চাস্ নাকি চারু? আমি বলে নিজের জ্বালায় মরছি তার ওপর এই ছেলে মানুষ করবার ক্ষমতা আমার নেই। বুঝলি?'

এই বলিয়া সে ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় ছেলেটাকে কাঁদাইয়া ফেলিয়া রাখে।

কঙ্কাবতী বলে, 'মা, খোকা-ভাইটি যে কাঁদছে মা?'

কুমুদিনী বলে, 'কাঁদছে ত' আমি কি করব, ওর মাকে বল্‌গে যা।'

কঙ্কাবতী ছুটিয়া তাহার ছোট-মাকে খবর দিতে যায়। ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'না মা, ছোট-মা বললে, ও কাঁদুক্, ও আমার ছেলে নয়।'

কুমুদিনী ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'বেশ তাহ'লে কাঁদুক্।'

কিন্তু কাঁদুক্ বলিয়া বেশিক্ষণ সে চুপ করিয়া থাকিতেও পারে না। খানিক পরে তাহাকেই আবার ছেলেটাকে তুলিয়া আনিতে হয়; বলে, 'আমাকে জ্বালাবার জন্যে তোর মা হবার ত' কোনও দরকার ছিল না চারু।'

এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল।

সেদিন এমনি চারুর ছেলেটিকে কোলে লইয়া কুমুদিনী দুধ খাওয়াইতেছিল, এমন সময় কাত্যায়নী আসিয়া হাজির!—'কই লো, ছেলেকে না দেখে যে থাকতে পারছিনে আর। জামাই তখন বলে' এলো—রোজ একবার করে' আমায় দেখিয়ে আনবে, কিন্তু তাও ত' গেল না।'

বলিয়াই সে ছেলেটাকে কুমুদিনীর কোলে দেখিবামাত্র, অন্ধকারে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া লাফাইয়া ওঠে,

কাত্যায়নীও ঠিক তেমনি করিয়াই চমকিয়া উঠিল।—‘চরী, শোন্!’

এই বলিয়া চারুকে সে একটুখানি আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, ‘সতীনের কোলে ছেলে দিয়েছিস ?’

চারু বলিল, ‘কেন মা, তাতে কি হয়েছে কি ?’

‘কি হয়েছে পরে বুঝবি। যাক্—ছেলের আশা তাহ'লে আমাদের ছেড়ে দিতে হ'লো।’

এই বলিয়া সে রাগিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, ‘চললে না কি মা ? খোকাকে আনব ?’

কাত্যায়নী বলিল, ‘না আর আনতে হবে না বাছা। যদি ইচ্ছে হয় ত' বরং জামাইএর সঙ্গে ছেলেকে আজ আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিস্, আমি আর আসব না।’

বলিয়া সে আর অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা তোর এলো আর চলে' গেল যে চারু ?’

চারুর মুখখানা গম্ভীর হইয়াই ছিল। বলিল, ‘কি জানি দিদি, কি রকম যে মানুষ!’

কুমুদিনী বলিল, ‘ছেলেকে একবার দেখতে চাইলে না ?’

চারু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'কেন বল্ দেখি?'

চারু বলিল, 'বুঝতে পারছ না দিদি, ছেলে যে তোমার কোলে ছিল।'

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, 'বুঝতে পেরেই তোকে জিজ্ঞেস কর্‌ছি।'

সেইদিনই সন্ধ্যার আগে কুমুদিনী গিয়াছিল পুকুরে জল আনিতে, ছেলে ছিল চারুর কাছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ছেলে নাই।

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলে কোথায় রে চারু?'

চারু বলিল, 'উনি নিয়ে গেলেন।'

কুমুদিনী একটুখানি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কে? সোনার বাবা নিজে কোলে করে' নিয়ে গেল?'

ঘাড় নাড়িয়া চারু বলিল, 'হ্যাঁ দিদি।'

জলের কলসীটা রান্নাঘরে নামাইয়া রাখিয়া কুমুদিনী বলিল, 'যাহোক্ তবু তোর কপাল ভাল চারু। আমার সোনামণিকে খুকুমণিকে কাউকে কোনোদিন ও কোলে করেনি। বাইরে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক্, বাড়ীর ভেতর—আমি কতদিন দুঃখু করে' বলতাম—ও তাও নিতো না।'

চারু বলিল, 'মা ওবেলায় বলে' গেল—ছেলেকে কতদিন দেখিনি, আজ একবার দেখিয়ে এনো।' তাই বোধহয় মা'র কাছেই নিয়ে গেছে।'

'ভাল, ভাল।' বলিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া কুমুদিনী রান্নার জোগাড় করিতে লাগিল।

উনানটা চারু ধরাইয়া রাখিয়াছিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাট্‌না করতে হবে দিদি ?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া নিজে সে বসিল বঁটি লইয়া তরকারি কুটিতে, আর অদূরে চারু বসিল শিল-নোড়া লইয়া বাট্‌না বাটিতে।

এমন সময় সোনামণি ও কঙ্কাবতী—দুই ভাই-বোনে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি তোরা ?'

সোনামণি বলিল, 'রাত কেন হবে ছোট-মা, এ ত' জোছ্‌না রাত। দিনের মতনই ত' চাঁদ উঠেছে।'

খুকুমণি চারুর পিঠের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দাদা, বলে' দেবো · ছোট-মাকে···সেই কথাটা ? সেই যে তুমি বলছিলে···'

সোনামণি বলিয়া উঠিল, 'ধাঃ !'

বলিয়া হাত তুলিয়া সে তাহাকে মারিতে গেল।

খুকুমণি তখন চারুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।—'ত্থাখো ছোট-মা, ত্থাখো।'

নোড়াটা ছাড়িয়া দিয়া চারু হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল, 'খুকুমণির গায়ে হাত তুলেছ কি আমিও তোমাকে মারব বলে' দিচ্ছি।'

সোনামণি তখন ভয়ে তাহার মা'র কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'কঙ্কা এত মিছে কথা বলে···বুঝলে মা, ভারি মিথ্যেবাদী হয়েছে।'

কুমুদিনী অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে তরকারি কুটিতেছিল, কথাটায় সে কান দিল না।

এদিকে সুযোগ বুঝিয়া খুকুমণি তাহার ছোট-মার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'দাদা বলছিল, আমাদের গাঁয়ে এক মাগী ডাইনী আছে, জানিস? কে বল্ দেখি? বললে,—ছোট-মা'র মা—কাকু। বললে, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিছু খেয়েছ কি তোমার পেট কাম্ড়াবে দেখো।'

চারু হাসিয়া কুমুদিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'শুনেছ দিদি, সোনামণি কি বলেছে?'

'কি?' বলিয়া কুমুদিনী মুখ তুলিয়া তাকাইল।

চারু বলিল, 'খুকুমণিকে বলেছে—ছোট-মার মা ডাইনী। ও-মাগীর সামনে কিছু খাস্‌নি, খেলে পেট কাম্ড়াবে।'

মা হয়ত বকিবে ভাবিয়া সোনামণি সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিতেছিল, কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ টপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'শোন্!'

বলিযাই একহাত দিয়া তাহার কান মলিয়া, আর এক হাত দিযা সজোরে তাহার গালের উপর ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া কুমুদিনী বলিল, 'আর বলবি? ছি, ওই-সব কথা বলতে আছে কখনও!'

সোনামণি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, 'না, আর বলব না।'

চারু বলিল, 'আহা, মারলে কেন দিদি?'

কুমুদিনী সেকথার কোনও জবাব না দিয়া ছেলেকে তাহার তখনও শাসন করিতে লাগিল, 'আমার পেটে জন্মেও তোমরা যদি এমনি অভদ্র হও ত' কাজ নেই আমার এমন ছেলেয়। এই বঁটি দিয়ে কেটে তাহ'লে আমি খণ্ড খণ্ড করে' ফেলব। বুঝেছ?'

চারু বলিল, 'আর না, দিদি, চুপ কর, ওকে ছেড়ে দাও।'

কুমুদিনী বলিল, 'তুই চুপ কর্ চারু, সতীন হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশের বাকি কিছু রাখিসনি, তার ওপর আদর দিয়ে দিয়ে ছেলে-মেয়েটার সর্ব্বনাশও যদি করতে চা'স্ তাহ'লে কি আর বলব তোকে,—হয় আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়, আর নয় ত' কোনও দেশ দিয়ে পালাতে হয়।'

চারু বলিল, 'আমি কি করলাম দিদি ?'

তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বিকৃত ভঙ্গীতে কুমুদিনী কহিল :

'আমি কি করলাম দিদি! তুমি আবার করলে না কি শুনি! আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ত' ওদের মাথাটি খেলে। আমার কথা শোনে ওরা ? না, আমাকে মানে!'

এই বলিয়া মুখ ভারি করিয়া আবার সে হেঁটমুখে তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল।

ভয়ে আর চারুর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। কঙ্কাবতীকে কোলের কাছ হইতে সরাইয়া দিয়া শিলের উপর নোড়াটা সে দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল কিন্তু সহসা কিসের চিন্তায় সে যে মগ্ন হইয়া রহিল কে জানে, শিলের উপর নোড়াটা আর কিছুতেই চলিতে চাহিল না।

সোনামণি চুপিচুপি কোন্ সময় বড়ঘরে গিয়া বোধকরি খাটের উপর শুইয়া পড়িয়াছে, কঙ্কাবতী মাটির উপর হাত দুইটি সোজা করিয়া পাতিয়া, পিছনের দিকে পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া ছোট-মার বাট্না বাটা দেখিতেছে,—চারিদিকে কেমন-যেন একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা, আর ঠিক এমনি সময়ে ছেলে কোলে লইয়া শ্রীপতি আসিয়া হাজির!

—'বা-রে! তোমরা দু'জনেই যে কাজে বসেছ! খোকাকে একবার নিতে হবে যে!'

কাজ করিতে করিতে চারু একবার মুখ তুলিয়া যদি-বা তাকাইল, কুমুদিনী আবার তাহাও করিল না, হেঁটমুখে যেমন কাজ করিতেছিল নীরবে তেমনি কাজ করিতেই লাগিল।

শ্রীপতি এইবার একটু একটু করিয়া তাহাদের কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'কেউ যে কথাই কইছ না গো!'

কিন্তু তবু কাহাকেও কথা কহিতে না দেখিয়া খোকাকে শ্রীপতি তাহার কোল হইতে সেইখানেই নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।—'নামো ত' বাবা কোল থেকে। বোসো ত' বাবা এইখানে, বসে' বসে' দিদির সঙ্গে খেলা কর। কেমন?'

এই বলিয়া যেই সে তাহাকে নামাইতে যাইবে, কুমুদিনী নিষেধ করিল।—'নাবিয়ো না, নাবিয়ো না! এক্ষুনি ছুটে এসে বঁটিতে হাত দেবে। এতক্ষণ নিয়ে থাকতে পারলে আর একটু পারছ না?'

শ্রীপতির মনে পাপ ছিল, কুমুদিনীর শেষের কথাটা তাই তাহার বুকে গিয়া ধ্বক্ করিয়া বাজিল। প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েকে কখনও সে কোলে করে নাই, অথচ আজ সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানটিকে কোলে লইয়া এতক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া আসিল। ভাবিল, কুমুদিনীর 'এতক্ষণ নিয়ে থাকতে পারা'র

ইঙ্গিতটা বোধকরি সেই কারণেই। অথচ কুমুদিনী সে-সব কিছু ভাবিয়া বলে নাই।

শ্রীপতি তাই আবোল্-তাবোল্ বকিয়া তাহার দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলেটাকে কোল্ হইতে না নামাইয়াই বলিল, 'এতক্ষণ আর কোথায়! এই ত' এই······একটুখানি। ছেলেটা পড়ে' পড়ে' কাঁদছিল, তুমি বোধহয় বাড়া ছিলে না, তাই ভাবলাম বুঝি হয়ত' গরমে কাঁদছে, তাই কোলে তুলে নিয়ে বললাম, চল্ তোকে খানিকটা হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসি। এই আর-কি, এই একটুখানি পথে-পথে এদিক-ওদিক······'

ছেলেকে লইয়া শ্রীপতি যে কাত্যায়নীর কাছে গিয়াছিল কুমুদিনী তাহা জানে, অথচ সেকথা সে গোপন করিতেছে দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তবু আর-একবার সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কতদূর গিয়েছিলে?'

শ্রীপতি বলিল, 'এই একটুখানি—এইখানে, এই বকুল-তলার দিকে—এই রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিলাম।'

কথা বলিবার ধরণ দেখিয়াই মনে হইল সে মিথ্যা বলিতেছে।

কুমুদিনী বলিল, 'চারুর মা খোকাকে একবার নিয়ে যেতে বলেছিল, তাই গেলে না কেন?'

শ্রীপতি বলিল, 'কই আর গেলাম!'

'যাওনি তাহ'লে?'

'না।'

কুমুদিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ওখানে যেতে বোধহয় তোমার ভাল লাগে না?'

শ্রীপতি একবার চারুর দিকে তাকাইল। দেখিল, চারু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাটনা বাটিতেছে। তখন সে কুমুদিনীর মুখের পানে তাকাইয়া নিজের মুখখানাকে সে-এক অদ্ভুত রকমে বিকৃত করিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িয়া চোখমুখের ইসারায় বুঝাইয়া দিল যে, কথাটা ঠিক; ওখানে যাইতে তাহার মোটেই ভাল লাগে না।

অথচ সেইদিনই রাত্রে আহারাদির পর কথায় কথায় কিসের যেন কথা উঠিতেই চারু বলিল, 'এই যে—খোকার হাতে মা আজ পরিয়ে দিয়েছে দেখছি বালাজোড়াটা। তা দু'তিন ভরি সোনা এতে আছে, না, কি বল দিদি?'

এই বলিয়া সে ঘুমন্ত খোকার বালা-সমেত হাতখানি দিদির দিকে বাড়াইয়া ধরিল।

কুমুদিনী বলিল, 'ও-বালা আমি অনেকক্ষণ দেখেছি চারু। ওই বালা দেখেই ত' বুঝলাম ওর বাপ ওকে নিয়ে গিয়েছিল তোর মা'র কাছে। অথচ কথাটা তখন ও কিরকম চেপে গেল দেখলি ত'?—ছি ছি, জীবনে এক-এক সময় ঘেন্না ধরে' যায়। সতীন হয়েছি বলে' কি এই সামান্য কথাও আমার কাছে গোপন করতে হবে?'

কথাটা বলিতে গিয়া দেখা গেল, কুমুদিনীর চোখ দুইটা অভিমানে ছল্ ছল্ করিতেছে।

চারুরও এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য ছিল না।. এতক্ষণে বুঝিল কথাটা বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে। তবে তাহার সান্ত্বনা এই যে, দিদি তাহা আগেই জানিতে পারিয়াছে।

কিন্তু গোপন করিবার কি প্রয়োজন যে শ্রীপতির ছিল, অনেক ভাবিয়াও চারু তাহা বুঝিতে পারিল না।

*

* *

সামান্য এই ব্যাপারটা লইয়া সেদিন রাত্রে চারুর সঙ্গে শ্রীপতির এক হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

কুমুদিনীকে খোকার বালা দেখানোর ব্যাপারটা শ্রীপতির নজর এড়ায় নাই। চারুর দোষেই আজ সে কুমুদিনীর কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইয়াছে—ইহাই তাহার বিশ্বাস।

তাই সেদিন রাত্রে ছেলে কোলে লইয়া চারু যেমনি তাহার উপরের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে, শ্রীপতি হাঁকিল, 'শোনো!'

না জানি এখনই কি বলিবে ভাবিয়া ভয়ে তখন চারুর মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি!'

'ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে এসো এইখানে, বলি।'

ঘুমন্ত খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া চারু ধীরে-ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীপতি বলিল, 'বোসো।'

চারু বসিল।

এবং বসিবামাত্র বলা নাই কওয়া নাই ঠাস্ করিয়া চারুর গালের উপর সজোরে এক চড়!

মায়ের আদরিণী কন্যা,—মা তাহাকে কখনও এমন করিয়া মারে নাই। জীবনে এই বোধকরি সে প্রথম মার খাইল।

'উঃ!' বলিয়া গালে হাত দিয়া চারু একবার তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইতে গিয়াও তাকাইতে পারিল না, মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীপতি দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সতীনের সঙ্গে ভাব হয়েছে! শয়তান হারামজাদী! ভালবেসে বলতে গেলেন—মা আজ খোকার হাতে বালা পরিয়ে দিয়েছে! কেন, শুনলি না তখন আমি যাইনি বললাম!'

বলিয়াই আবার আর এক চড়!

'আমার অপমান হ'লো কি আমি অপদস্থ হলাম তাতে তোর বয়েই গেল, না?'

চারুর দুই গালের উপর দিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া টস্ টস্ করিয়া বিছানার উপর পড়িতে লাগিল।

শ্রীপতি বলিল, 'কান্না ছ্যাখো মিটমিটে শয়তানের! কান্না কিসের? কান্না কিসের শুনি!'

এই বলিয়া আবার সে বোধকরি হাত তুলিয়া তাহাকে মারিতে যাইতেছিল। মারের একটা নেশা আছে। মারে না ত' মারে না, কিন্তু একবার মারিলে আবার তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে। অতিকষ্টে সেবারের মত শ্রীপতি নিজেকে সম্বরণ করিয়া

চারুর চুল ধরিয়া টানিয়া দিয়া বলিল,—'চুপ করে' রইলি যে? কথাটা কি তোর না বললেই চলছিল না? কেন বললি?'

চারু এইবার মুখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই মনে হইল সে রাগিয়াছে। বলিল, 'বলেছি, বেশ করেছি। মিছে কথা আমি বলতে পারি না।'

'ওরে বাবারে! এই যে দিব্যি কথা ফুটেছে দেখছি! বলি, এত সাহস কিসের—এঁ্যা, এত সাহস ত' ভাল নয়।'

চারু এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিড় বিড় করিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে তাহার ছেলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িল।

শ্রীপতি বলিতে লাগিল, 'তা'হ'লে তুই স্ত্রী কিসের রে বাপু! স্বামীর জন্যে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারিস্ না? আর মিথ্যা কথাই বা বলতে হবে কেন, চুপ করে' থাকলেই হ'তো।'

ভাবিয়াছিল যাহোক্ একটা-কিছু জবাব চারু নিশ্চয়ই দিবে, কিন্তু চারু একেবারে নীরব নির্বিকার।

শ্রীপতির গলার আওয়াজ কি জানি কেন, এইবার যেন একটুখানি নরম হইয়া আসিল। বলিল, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! তোরই জন্যে সব লুকিয়ে লুকিয়ে ঢেকে ঢেকে বেড়াই, শেষে তুইই কি-না এই কাণ্ডটা করলি! বলিহারি মেয়ে জা'ত বাবা! বকুনীতে কিছু হয় না। বক্‌লে মনে করে আদর করছে। রাগের মাথায় দিলাম ঘা-কতক দিয়ে, বাস্, এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা।'

চারু কিন্তু সত্যই ঠাণ্ডা হইয়াছে না এখনও গরম রহিয়াছে কিছুই বুঝা গেল না। শ্রীপতি কিন্তু তখনও থামে নাই।—'মিছেমিছি মারটা খেলে! পুরুষ মানুষের রাগ—ঝট্ করে' মাথায় রক্ত উঠে যায়। যেমন ধর এই সেদিন—রস্‌কে হারামজাদার কাছে সুদ পাব তিন টাকা ন'আনা, ব্যাটা দিতে এলো দু'টি টাকা, বললে আর-একটি টাকা বাবু দেবো এর পর। আর ন' আনা পয়সা ব্যাটা একেবারেই গাপ্ করে' দিতে চায়। কথাকাটাকাটি হ'তে হ'তে ঝট্ করে' আমার রাগ গেল চড়ে', ব্যাটাকে দিলাম আচ্ছা করে' দুমাদ্দুম্ ঘা-কতক্ বসিয়ে। আজও ঠিক তাই হ'লো দেখছি।'

এই বলিযা রাগটা চারুর ভাঙ্গাইবার জন্যই শ্রীপতি বোধকরি খোকার কাছে একটুখানি আগাইয়া গিযা ঘুমন্ত খোকাকে সম্বোধন করিযা বলিতে লাগিল, 'দেখলি? তোর মা কেমন নিজের দোষে মার খেলে আমার কাছে—দেখলি ত? দোষ করলে তোমাকেও এমনি মারব। বুঝলে?'

বলিয়াই সে চারুর মুখের পানে বার-কতক্ তাকাইতে গিয়া বুঝিল, ইহারই মধ্যে কোন্ সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার এতগুলা কথার হয়ত' সে একবর্ণও শোনে নাই।

*

* *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই শ্রীপতি দেখিল, ছেলে লইয়া চারু তাহার অনেক আগেই উঠিয়া চলিয়া গেছে। রাগ হয়ত' তাহার তখনও ভাঙ্গে নাই।

তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। গিয়া দেখিল, কুমুদিনীর কাছে ছেলেটাকে নামাইয়া দিয়া পিতলের বড় কলসিটা কাঁখে লইয়া চারু এ-ঘরে আসিয়াছে গামছা লইবার জন্য। ওদিকে কুমুদিনী হাঁকিতেছে,—'আমার কাছে ছেলেকে যে আবার বসিয়ে দিয়ে গেলি, তোর লজ্জা করে না চারু? ছেলে নিয়ে যা বল্‌ছি, জল আনতে তোকে হবে না, জল আমি আনব।'

চারু কিন্তু সে কথার কোনও জবাব না দিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া জল আনিবার জন্যই বাহির হইয়া যাইতেছিল, শ্রীপতি তাহার পিছন হইতে চুপি চুপি বলিল, 'আহা তাই কর না! বলছে যখন জল সে নিজে আনবে তখন আর তোমার এত কষ্ট করে' যাবার দরকার কি!'

চারু এমনি ভাব দেখাইল—কথাটা যেন সে শুনিতেই পায় নাই।

ওদিকে কুমুদিনী যাহাতে না দেখিতে পায় এমনি ভাবে ধীরে ধীরে শ্রীপতি আগাইয়া গিয়া চারুর কাপড়ের আঁচলটা খপ করিয়া টানিয়া ধরিল। বলিল, 'শোনো!'

চারু বলিল, 'ছাড়ো। তোমার আর এত সোহাগে কাজ নেই।' বলিয়া সে সজোরে এক টান মারিয়া শ্রীপতির হাত হইতে কাপড়টা তাহার ছাড়াইয়া লইল।

কথাটা বোধকরি ও-ঘর হইতে কুমুদিনী শুনিতে পাইয়াছিল, বলিল, 'ছেলে তোর কাঁদছে চারু, এ-সময় তোদের সোহাগ-অভিমান একটুখানি রাখ্। আমার চোখের সুমুখে—ছি ছি, লজ্জাও করে না তোদের! এইবার একদিন দেবো তোদের পায়ে মাথা ঠুকে, সেইদিন বুঝবি।'

ঘর হইতে চারু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। কাঁখ হইতে তাহার কলসিও নামাইল না, গামছাও নামাইল না, ভাবিল—বলুক না, দিদি এমন বলে। আবার এখনই ছেলেটাকে হয়ত সে নিজেই কোলে তুলিয়া লইবে। এই ভাবিয়া সে পুকুরে যাইবার জন্য যে-ই পা বাড়াইয়াছে, দেখিল—সুমুখে তাহার মা আসিয়া উপস্থিত—'ভেবেছিলাম আর আসব না। জামাই কাল যেমন নিয়ে গেল তেমনি একবার করে' নিয়ে যাবে, আমি বাড়ীতে বসেই দেখব, কিন্তু না এসে রইতে আর পারলাম কই! এসেছিলাম মুকুন্দদের বাড়ী,—যাবার সময় বলি, শালাকে একবার

দেখেই যাই।—সোনার বালাজোড়াটি পরিয়ে দিয়েছিলাম কাল—পেয়েছিস্ ত ?'

ঘাড় নাড়িয়া চারু বলিল, 'পেয়েছি।'

এমন সময় কুমুদিনীর কাছে বসিয়া ক্রন্দনরত খোকার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কাত্যায়নী বলিয়া উঠিল, 'বলি হ্যাঁ লা চারু, এত করে' তোকে কানে কাম্ড়ে বলে' দিলাম তবু তোর আক্কেল হ'লো না ?'

কাল রাত্রে মার খাইয়া অবধি মন তাহার খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর মা'র কথা শুনিয়া তাহার অষ্টাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বলিল, 'কী যে চব্বিশ ঘণ্টা আক্কেল আক্কেল কর মা তার ঠিক নেই। না, আক্কেল আমার হবে না, তাতে ত' তোমাদের কিছু বয়ে যাবে না মা।'

কাত্যায়নী বলিল, 'সতীনের সংসারে ঝি খেটে খেটে মাথাটা তোর খারাপ হ'য়ে গেছে চারী।—তা ক্ষেতি এতে তোর কিছু না হলেও আমাদের একটু হবে বই-কি বাছা। ওই যে তোর এত কষ্টের ছেলে—কত জায়গায় কত মানৎ করে' এই এত-এতগুলি টাকা খরচ করে' ভগমান যদি বা মুখ তুলে চাইলেন—ওই ছেলেকে তুই যদি আজ হেলায় হারাস্ তাহ'লে ক্ষেতি আমাদের একটু হবে বই-কি !'

চারু বলিল,—'ছেলের ওপর তোমার কোনও অবহেলা হয়নি মা, ছেলে তোমাদের ভালই আছে।'

কাত্যায়নী মুখটাকে তাহার কেমন একরকম করিয়া বলিল, ‘হুঁ, ছেলে যে তোর কত ভাল আছে তা ওই যে দেখতেই পাচ্ছি। ছেলে কেঁদে সারা হচ্ছে আর তুই তাকে সতীনের পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে চললি জল আনতে!’

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, ‘বেশ করেছি। দিদির কাছে ও ভাল থাকে।’

‘কাকে ও সব কথা শোনাচ্ছিস্ চারু? তিন কাল গিয়ে আমার এককালে ঠেকেছে, আমার কাছে আর ও-কথা বলিস্‌নি। এক গাছের ছাল আর-এক গাছে কখনও লাগে না।’

এই বলিয়া কাত্যায়নী মুখ তুলিয়া চাহিতেই রান্নাঘরের দাওয়ায় উপবিষ্টা কুমুদিনীর সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। এবং চোখোচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, ‘তুমি রাগ কোরো না বাছা, সত্যি কথাই বলছি। কলমগাছির বিনোদবাবুর এমনি দু’টো বিয়ে ছিল। বিনোদবাবুরা মস্ত বড়লোক। তা বড়লোক হ’লে কি হবে বাছা, ছোট সতীনের ছেলেটাকে বড় সতীন দিলে বিষ খাইয়ে মেরে। তাই নিয়ে সে কত কাণ্ড হয়ে গেল মা, আমার চোখে দেখা।’

দিদির সুমুখে তাহার মা’র এই কথাগুলা বলা অত্যন্ত অন্যায়। অথচ তাহাকে চুপ করাইতে যাওয়া বৃথা। রাগে চারুর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিল, ‘মুখে কি তোমার ভাল কথা কখনও বেরোবে না মা?’

কাত্যায়নী বলিল, 'তোর কাছে ত' আমার সব কথাই মন্দ হয় চারু। বুঝবি যেদিন তোদের ওই ছেলে নিয়ে সতীনে সতীনে মারামারি কাটাকাটি হবে, সেইদিন তোদের ভালবাসা বেরিয়ে যাবে। তখন বলবি যে হ্যাঁ, মা আমার বলেছিল।'

চারু বলিল, 'মর তুমি এইখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। সেই থেকে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে পা আমার ধরে' গেল। আমি চললাম। দিদি, উনোনটা তুমি ধরিয়ে রেখো।'

বলিয়া সে কলসি লইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুকুর হইতে কাপড় কাচিয়া জল লইয়া বাড়ীতে আসিয়া পা দিবামাত্র চারু দেখিল, এদিকে এক বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়া বসিয়া আছে।

মা তাহার ছেলেটাকে কোলে লইয়া বড়-ঘরের দরজার সুমুখে বসিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া কুমুদিনীকে গালাগালি করিতেছে। ছেলের মাথায় একটা কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। ফেট্টিটা রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কাত্যায়নীর কাপড়েও রক্তের দাগ।

ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় কুমুদিনীকে সে যেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিল, সেইখানে সে উপুড় হইয়া শুইয়া

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। সোনামণি ও কঙ্কাবতী দু'জনে মুখ দুইটি শুক্‌নো করিয়া মা'র মাথার কাছে বসিয়া।

আর মজা দেখিবার জন্য পাড়ার কয়েকটা মেয়ে আসিয়া দরজার কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই ব্যাপারটা যে চারু একেবারেই না বুঝিল তাহা নয়. তবে তাহার মা যাহা বলিল সংক্ষেপে তাহা এই :

জল আনিবার জন্য চারু পুকুরে চলিয়া যাইবার পর, এই ঘরের এই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাত্যায়নী কথা কহিতেছিল শ্রীপতির সঙ্গে। ওদিকে ছেলেটা বায়না ধরিয়াছিল কুমুদিনীর কোলে উঠিবে। যতবার সে কাঁদিতে কাঁদিতে হামাগুড়ি দিয়া কুমুদিনীর কাছে আগাইয়া যায় ততবারই সে তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়। কাত্যাযনীর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলে, 'এক গাছের ছাল আর-এক গাছে লাগে না রে ছোঁড়া, তুই বেরো এখান থেকে, দূর হ!' হাসিতে হাসিতে কথাটা সে কাত্যায়নীকে বিদ্রূপ করিয়াই বলিতেছিল। তাহার পর, ছোট ছেলে, সে আর অত-সব অপমানের কি-ই বা বুঝে! তবু সে আর-একবার কুমুদিনার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে উঠিতে চাহিল। কিন্তু যেই তাহার পা জড়াইয়া ধরা, আর অমনি সে তাহাকে এমন জারে এক লাথি মারিয়া দিল যে, ছেলেটা একেবারে গড়াইতে গড়াইতে উল্টাইয়া আসিয়া পড়িল রান্নাঘরের নীচে ওই

পাথরের সিঁড়িটার উপরে। কচি ছেলে, পাথরের উপর মাথাটা তাহার লাগিবামাত্র কাটিয়া গিয়া রক্তের ফিন্‌কি ছুটিল। ভাগ্যিস্ সে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া ছেলেটাকে তুলিয়া ধরিল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে ও সৎ-মা ডাইনী কি যে করিত কিছুই বলা যায় না। কিন্তু মাগী এম্‌নি চালাক, লাথি মারিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল রান্নাঘরের ভিতর। ছেলের কান্না শুনিয়া কাত্যায়নী ও শ্রীপতি যেই সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে, সেও অমনি রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। অবাক্—যেন কিছুই সে জানে না!

শ্রীপতি কথা বলিতেছিল দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া। ব্যাপারটা স্বচক্ষে সেও দেখিতে পায় নাই। ছেলেকে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়া রক্তটা কাপড় দিয়া মুছাইতে মুছাইতে কাত্যায়নীই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। শ্রীপতি তখন রাগিয়া গিয়াছে। সে আর কিছুতেই তাহার রাগ সামলাইতে পারিল না। উঠানে ওই যে বাঁশের 'বাতা'টা পড়িয়া রহিয়াছে, হাতের কাছে ওইটাই তুলিয়া লইয়া কুমুদিনীকে আচ্ছা করিয়া ঘা-কতক্ বসাইয়া দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাত্যায়নীর কথা শেষ হইল। চারুর মাথার ভিতরটা তখন কেমন যেন করিতেছে। মনে হইতেছে সে যেন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। পাড়ার সমবেত মেয়েগুলা হাঁ করিয়া

তাকাইয়া ছিল। চারু একেবারে মরীয়া হইয়া তাহাদের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'তোমরা এখানে কি দেখতে এসেছ বল ত?'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। দাঁড়াইয়া থাকা যে তাহাদের অন্যায় সেকথা বোধ হয় তাহারা প্রত্যেকেই জানে। চারুর কথাটা শুনিবামাত্র কৌতূহলী জনতা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

চারু এইবার আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মা'র কাছে। বলিল:

'এইবার ত' তোমার কাজ শেষ হয়েছে মা, এবার তুমি যেতে পার।'

কাত্যায়নী বলিল, 'এ তোর কি রকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা লো চারু? যাব কেন লা, যাব কেন?'

চারু বলিল, 'হাঁ মা, তুমি যাবে—যাবে। যাওয়া তোমার উচিত। আর যদি না যাও ত' তোমার পায়ে মাথা ঠুকে আমি এইখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো।'

'কেন লা, আমি করেছি কী?'

'কি যে করেছ মা, তা যেন আর লোকে না শুনতে পায়। সতীনের মায়ের উপযুক্ত কাজই করেছ। বেশ হয়েছে, তুমি এবার যাও।'

এই বলিয়া চারু তাহার কোল হইতে ছেলেটাকে নিজের

কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'আমি আজ বিকেলে তোমার কাছে যাব মা, এখন তুমি বাড়ী যাও।'

কাত্যায়নীকে অগত্যা উঠিতে হইল। তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া চারু তাহার দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুমুদিনী তখনও তেমনি হাতে মাথা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। চারু ডাকিল, 'দিদি!'

কুমুদিনী সাড়া দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সোনামণি বলিল, 'বাবা আজ মাকে মেরেছে ছোট-মা।'

চারু বলিল, 'জানি।'

'হুঁ, জানো! ছাই জানো!'

'কেন রে?'

সোনামণি বলিল, 'কেন রে! তোমার ওই মিথ্যেবাদী মা'টার জন্যে, আবার কেন! ও কি জন্যে আসে ছোট মা? ও ত' তোমাকেও বকে।'

চারু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আমি এবার ওকে বারণ করে' দেবো।'

সোনামণি বলিল, 'কি হয়েছিল জানো ছোট-মা?—কাঠের ওই যে ওই রাঙা বল্‌টা দেখছ না, ওইটা ও ফেলেছিল উঠোনে। ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে নিজেই আনতে গেল। বাস্,

আনতে গিয়ে একেবারে এই উঁচু দাওয়া থেকে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে পড়লো ওই পাথরটার ওপর। আর তোমার মিথ্যেবাদী মা বলে' দিলে কি-না, মা ওকে লাথি মেরে ফেলে দিলে।'

খোকা মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতেছিল, সোনামণি হাত নাড়িয়া বলিল, 'কেমন! যাবি আর বল্ আন্‌তে?'

খোকা মনে করিল, সোনামণি তাহাকে আদর করিতেছে। সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চারু আবার ডাকিল, 'দিদি!'

এতক্ষণ পরে কুমুদিনী রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে তোর দিদি? দিদি বলে' আমায় আর অপমান করিস্‌নে চারু।'

চারু এবার আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। কুমুদিনীর হাতের কাছে বসিল। বসিয়া বলিল, 'যা হবার তা ত' হ'য়ে গেছে দিদি, তুমি ওঠো, মুখ তুলে একবারটি তাকাও!'

ঘাড় নাড়িয়া কুমুদিনী বলিল, 'না চারু, এ মুখ আমি আর দেখাব না।'

বলিতে গিয়া বেদনা-বিকৃত কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুবাষ্পে ভারি হইয়া উঠিল।

খোকা তখন তাহার ছোট ছোট হাত দু'টি দিয়া কুমুদিনীর অঞ্চলপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িবার চেষ্টা

করিতেছে, আর মুখে সে তাহার অস্ফুট উচ্চারণে ক্রমাগত কি যে বলিতেছে সে-ই জানে।

চারু বলিল, 'খোকা তোমার কাছে যেতে চাচ্চে দিদি, ওঠো।'

কুমুদিনী বলিল, 'খোকার কথা আমায় আবার বলছিস্ চারু?'

চারু বলিল, 'কেন বলব না দিদি, কি হয়েছে না-হয়েছে আমি ত' জানি!'

কুমুদিনী চুপ করিয়া রহিল।

চারু বলিল, 'তুমি তখন বললে না কেন দিদি, যে, মা মিছে কথা বলছে? কেন চুপ করে' রইলে?'

কুমুদিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। এবং সে উঠিয়া বসিতেই খোকা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুমুদিনী তাহাকে দু'হাত দিয়া জড়াইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁরে আমি যে তোকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, আবার তুই আমার কাছে হেসে হেসে কেন আসচিস্ বল্ ত'?'

বলিতে গিয়া আবার তাহার অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া চোখের জল মুছিয়া কুমুদিনী বলিল, 'এটি হ'লো শুধু তুই আমার সতীন

বলেই ত'! আমি যদি নিজের ছেলেকে রেগে লাথি মেরে খুন করেও ফেলতাম ত' কেউ আমাকে একটি কথাও বলতো না চারু!'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে ছেলেটার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল এবং বোধ করি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোর জন্যে এই বয়েসে আমি এই প্রথম মার খেলাম,—শুনচিস্? এর পর অদৃষ্টে আমার কি যে আছে কে জানে।'

চারু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আমার জন্যেই তোমার এই কষ্ট দিদি।'—বলিয়াই সে উঠিয়া গেল। বলিল, 'উনোন্ যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দিদি, আমি রান্না চড়াই, তুমি গা ধুয়ে কাপড়টা কেচে এসো, যাও।'

চারুর কোলে ছেলে দিয়া কুমুদিনী খিড়্কির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

কুমুদিনী যেমন চুপিচুপি বাহির হইয়া গিয়াছিল, পুকুর হইতে গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া আবার তেমনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রান্নাঘরে আসিয়া দেখে, চারু তাহার ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, ঘন ঘন চুমা খাইতেছে আর তাহার দু'চোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে।

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি রে! কাঁদছিস্ কেন?'

চারু তাহার চোখের জল না মুছিয়াই কুমুদিনীর দিকে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইল।

কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছিস্ কেন রে?'

চারুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, শেষে অতিকষ্টে তাহার সেই রক্তাভ সুন্দর ঠোঁট দুইটি কাঁপাইয়া বলিল, 'এমনি করে' কেঁদেই ত' জীবন আমাদের কাটবে দিদি! তোমরা বেশ ত' ছিলে, কেন এই হতভাগীকে—'

কথাটা তাহার আর শেষ হইল না। দাঁত দিয়া নীচেকার ঠোঁটটা চাপিয়া ধরিয়া সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া আবার দু'ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কুমুদিনীরও চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। মুখে কিছু না বলিয়াই সে কাপড় ছাড়িবার জন্য বড়-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সোনামণি ও কঙ্কাবতী খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছে আর চারু রান্নাঘরের ভিতরে উনানের কাছে বসিয়া ভাতের ফেন গড়াইতেছে।

কুমুদিনী বঁটি লইয়া তরকারি কুটিতে বসিল। বলিল, 'তরকারিও ত' নেই দেখছি। একটি পয়সা খরচ করবে না, এমন করে' আর কতদিন চলে!'

ভাতের ফেন গড়াইতে গড়াইতে চারু জিজ্ঞাসা করিল : 'আমি যদি মরে' যাই দিদি, আমার ছেলেটাকে মানুষ করবে ?'

কুমুদিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেন রে ? মরবি কেন ?'

চারু বলিল, 'এমনিই বলছি দিদি, আমার তাই মাঝে মাঝে মনে হয়,—মনে হয় এরকম করে' বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। আচ্ছা, যদি মরেই যাই দিদি, ত ওর কি হবে ?'

কুমুদিনী বলিল, 'হবে আর-কি ! আমি মরে' গেলে আমার ছেলেদের কি হবে ?'

'না দিদি, ও যে নিতান্ত ছোট, মুখে যে ওর কথা ফোটেনি দিদি, ও যে—'

বলিতে গিয়া আবার তাহার কি যে হইল কে জানে, হতভাগী কাঁদিয়া ভাসাইল।

কুমুদিনী বলিল, 'তোর এমন মা থাকতে আমায় কেন মানুষ করতে হবে চারু ?'

চারু নীরবে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল। কোনও কথা বলিল না।

*

* *

সেদিনও সন্ধ্যার পরেই আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। দিনের মত সুস্পষ্ট সুন্দর রাত্রি। খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া আদর করিয়া কুমুদিনীর কাছে গিয়া চারু বলিল, 'ছেলেটাকে ধর ত' দিদি, আমি একবার মা'র কাছ থেকে আসি।'

কুমুদিনী হাত বাড়াইতেই ছেলেটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুমু বলিল, 'এই এত রাত্তিরে মা'র কাছে তোর এমন কিসের দরকার পড়লো চারু?'

চারু বলিল, 'দরকার আছে দিদি। মা'র সঙ্গে আমি একবার ঝগড়া করে' আসি।'

এই বলিয়া সে আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাত্যায়নী ত' দেখিয়া অবাক্!

—'হ্যালা একা এলি যে? ছেলে কোথায়?'

গম্ভীর মুখে চারু বলিল, 'দিদির কাছে রেখে এলাম।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে কাত্যায়নী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া

রহিল।—'তুই কি পাগল হয়েছিস না কি চারু? ওবেলায় এই এত কাণ্ড হ'য়ে গেল, আর এবেলাতেই তুই আবার ওর হাতে ছেলে ছেড়ে দিলি?'

চারু বলিল, 'কাণ্ডটা ত' আর এম্‌নি হয়নি মা, তুমিই তৈরী করে' এলে।'

'সে কি বলছিস্ চারু! তোর সতীনের দোষ না হ'য়ে শেষে আমার দোষ হ'লো?'

'হ্যাঁ, তোমারই দোষ মা, তুমিই আমাকে মেরে ফেললে। সেই কথাই তোমাকে আজ আমি বলতে এলাম।'

কাত্যায়নী বলিল, 'তাই বলে' তোর কথা শুনলে ত' আর কোনও কাজ হবে না চারু, আমি চললাম। ছেলে আমি নিয়ে আসি গে।'

এই বলিয়া সে বোধকরি ছেলেকে আনিবার জন্যই বাহির হইয়া যাইতেছিল, চারু নিষেধ করিল। বলিল, 'যেয়ো না মা, এনো না বলছি।'

'হ্যাঁ, আনবে না! তোর কথা শুনে ছেলেকে ত' আর আমি মেরে ফেলতে পারব না বাছা! ওষুধ না হয় তোকেই খাইয়েছে, আমায় ত' খাওয়ায় নি।'

চারু বলিল, 'আচ্ছা তাই যাও মা যাও। তোমার যা-খুশী তাই কর, আমার যা-খুশী আমি করি।'

কাত্যায়নীকে শুধু-হাতে ফিরিতে হইল। ছেলে কুমুদিনী তাহাকে দেয় নাই। স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, 'না মা, ছেলে তোমাকে আমি দেবো না। ও-বেলায় শুধু-শুধু মার পর্য্যন্ত আমাকে খাইয়ে গেলে মা। আবার এ-বেলায় একটা নতুন ফন্দী এঁটেছ কিনা তাই-বা কে জানে।'

অতি সত্য কথা। প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কাত্যায়নীকে অগত্যা মুখ বুজিয়াই ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপতির বাড়ী হইতে কোনোরকমে বাহির হইয়া রাস্তায় পা দিয়া অবধি মুখে যেন তাহার খই ফুটিতেছে।—'ছেলে আটকে রাখা তোর বার করছি, দাঁড়া হারামজাদী, এই আমি থানায় চললাম নালিশ করতে। চিপতি যে বাড়ী নেই, কোথায় গেছে, নইলে ও-বেলায় যেমন ঝাঁটা পেটা করিয়েছিলাম এ বেলাও তেমনি...'

'কি হ'লো কি মাসি?' রাস্তায় একটা মেয়ে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

কাত্যায়নী বলিল, 'দজ্জাল সতীন হ'লে যা হয় বাছা তাই হয়েছে। ছেলে আট্‌কে রেখে মেয়েকে আমার তাড়িয়ে দিয়েছে।'

সবাই বলিতে লাগিল, 'ও মা, সে কি গো! তোমার জামাই কি বলে?'

কাত্যায়নী বলিল, 'জামাই কোথায় গেছে মা, তাই এত বা'ড়

হারামজাদীর। সকালবেলা জামাই একবার দিলে ওকে ধুম্‌সো-পেটা করে', তবু কি ওর লজ্জা আছে ছাই!'

অদূরে বকুল গাছের তলায় চারু যে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। অতর্কিত আক্রমণের মত হঠাৎ সে বলিয়া বসিল, 'মা, বাড়ী এসো!'

কাত্যায়নী বলিল, 'তুই আবার এখানে কি জন্যে এসেছিস মা? দাঁড়া বাছা দাঁড়া, তোর ওই সতীন-হারামজাদীর একটা হেস্ত-নেস্ত করি, তারপর বাড়ী যাব।'

চারুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। ভাবিয়াছিল, এই এতগুলা লোকের কাছে মাকে তাহার অপদস্থ না করিয়া বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া যাহা বলিবার তাহাই বলিবে, কিন্তু চুপ করিয়া থাকা এবার তাহার দায় হইয়া উঠিল। বলিল, 'কেন মিছিমিছি আমার সতীনের নামে দোষ দিচ্ছ মা? ছেলে ত' সে আমার আটকে রাখেনি! আমি নিজে তার কাছে ছেলে রেখে এসেছি।'

যাহারা শুনিতেছিল তাহাদের মধ্যে কে-একজন বলিয়া উঠিল, 'তাই ত' বলি বাছা, কুমু-বৌ ত' সে-রকম মানুষ নয়!'

যাহার ছেলে, সে নিজে যখন এই কথা বলিতেছে তখন আর অবিশ্বাসের কিছুই নাই। কাত্যায়নী একেবারে 'থ' হইয়া গেল। মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না। বলিল, 'চল্ বাড়ীই চল্।—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

এই বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া, পুকুর-পাড়ের সেই বোযন-ঝোঁপের ভিতর দিয়া মা ও মেয়ে তাহাদের সেই জ্যোৎস্না-লোকিত পোড়ো বাড়ীটার ভিতর গিয়া ঢুকিল।

ঘরে ঢুকিয়াই চারু তাহার মাকে বোধকরি আবার আর-একবার তিরস্কার করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় মা তাহার অভাবনীয় এক কাণ্ড করিয়া বসিল। চারু দাঁড়াইয়াছিল চৌকাঠের কাছেই। কাত্যায়নী আর কোনও কথা না বলিয়া গলায় তাহার কাপড়ের আঁচলটা জড়াইয়া, চারুর পায়ের কাছে চৌকাঠের উপর মাথাটা তাহার ঠাই ঠাই করিয়া ঠুকিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে এক মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিল।

চারু হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে তুলিতে গেল।—'ও কি করছ মা? ও কি করছ কী!'

কাত্যায়নী কিন্তু মাথায় রক্তপাত না করিয়া আর কিছুতেই উঠিল না। উঠিয়া বসিল যখন, দেখা গেল—কপালে কাঁচা রক্ত এবং চোখে লবণাক্ত অশ্রু গড়াইতেছে।

কুমুদিনী তাহার মা'র কোলে ছেলেটাকে না দেওয়ায় চারু অত্যন্ত খুশী হইয়াছিল কিন্তু এবার আবার মা'র কাণ্ড দেখিয়া তাহার বিরক্তির আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। রাগিয়াই বলিল, 'এ তোমার কি-রকম ব্যবহার মা, নিজে দোষ করলে, করে' আবার মাথা ঠুকে রক্ত বের করে' ঢং করে কাঁদতে বসলে

কেন? এমনিই যদি করতে হবে ত' আমার বিয়ে তোমার এমন করে' দেবার দরকার কি ছিল মা?'

কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'যেমন-তেমন করে' বিয়ে তোর আমি দিইনি চারু, আমি অনেক ভেবেচিন্তেই এত-এত টাকা খরচ করেছি। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, নিজের পেটের মেয়ে যে এমন শত্তুর হ'য়ে দাঁড়াবে, তা আমি ভাবি নি। বেশ হয়েছে বাছা, সতীনের ঝি-গিরি করেই বেঁচে-বর্তে থাক্, আমি এইবার মরি।'

চারু রাগে তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বলিল, 'হ্যাঁ, —হয় তুমি মর, নয় আমি মরি।'

কাত্যায়নীও বোধহয় রাগিল। বলিল, 'সেই ভাল চারু, সতীনের বাঁদী হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তোর মরাই ভাল। মর্ মর্, তুই-ই মর্। হে ভগবান, হে হরি······'

কথাটা তাহার শেষ হইল না, পায়ের ও গলার শব্দে দু'জনেই তাকাইয়া দেখিল, দরজার কাছে শ্রীপতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীপতিকে দেখিয়াই চারু সরিয়া যাইতেছিল, শ্রীপতি বলিল, 'কি ব্যাপার কি বল দেখি? কিছুই ত' বুঝতে পারছি না। ওর কাছে ছেলেটা রেখে দিয়ে চলে' এসেছ। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ত' ও কথাই বললে না আমার সঙ্গে। সকালে মা'র

খেয়ে অভিমান হয়েছে বুঝলাম। বাস্—দিয়ে এলাম আবার ঘা-কতক দুমাদ্দুম বসিয়ে।'

এই বলিয়া সে চারুর দিকে তাকাইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

কাত্যায়নী তখন কপালের রক্ত এবং চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরের বাহিরে মাত্র একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বলিতেছিল, তাহার উপর কাত্যায়নীর গায়ের রং মা-কালীর মতই কালো, রক্তটা দেখিতে পাইলেও-বা মা ও মেয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটা-কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিত, কিন্তু সেই স্বল্পালোকিত গৃহমধ্যে কাত্যায়নীর কপালের রক্ত সে দেখিতে পাইল না।

কাত্যায়নীও বোধহয় তাহা গোপন করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গলার আওয়াজটাকে সে তৎক্ষণাৎ সহজ মানুষের মত করিয়া ফেলিয়া বলিল, 'বোসো বাবা' বোসো! আমিও ওকে সেই কথাই বলছি। বলছি—ছেলে তুই ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে এলি, ছেলেটা এক্ষুনি হয়ত' তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হবে।'

শ্রীপতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না না, সে-কথা ভুল। ছেলেটাকে ও কী যে করে' ফেলেছে, চারু যদি দশদিনও না যায় তবু কাঁদবে না।'

কাত্যায়নী বলিল, 'কিন্তু তবু বাবা সতীনের ছেলে, দেখে দেখে ওর চোখ ত' আর জুড়োবে না বাছা, সে তুমি যতই বল আর যতই কর। দেখলে ত' সকালবেলা।'

চারু গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, 'মা, চুপ কর!'

কাত্যায়নী বলিল, 'ওই ছাখো বাছা। ওই রকম মেজাজ্ হয়েছে।'

শ্রীপতি ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'সেদিন একটা অন্যায় করে' ফেলেছিল তাই ছেলেখেলা করে' মিছিমিছি একটা চড় মেরেছিলাম। সেই রাগ এখনও আছে।'

এই বলিয়া সে চারুর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না কী গো?'

চারু রাগিয়া বলিল, 'তুমি যাও।'

শ্রীপতি বলিল, 'আর তুমি? তুমি কি আজ এইখানে থাকবে নাকি?'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, আজ আমি এইখানে থাকব।'

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিল, 'খেয়ে এসেছিস্?'

ঘাড় নাড়িয়া চারু বলিল, 'হ্যাঁ, তোমার সে ভাবনা নেই মা, তোমার ঘরে কিছু খাব না আমি।'

কাত্যায়নী বলিল, 'শোনো কথা!'

শ্রীপতি হাসিয়া বলিল, 'অভিমান! অভিমান! আচ্ছা,

তোমার অভিমান আমি ভেঙে দিচ্ছি দাঁড়াও। কাল গিয়ে দেখবে ওকে আমি মেরে মেরে আধমরা করে' রেখেছি। হেঁ-হেঁ, আমি জানি যে! ও যতই ভাব হোক, আর যতই দিদি দিদি কর বাবা—হেঁ-হেঁ···আচ্ছা তবে কাল যেন আর ডাকতে না হয়।'

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

*
* *

রাত্রে কাত্যায়নী চারটি মুড়ি খাইয়া চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই চারটি খা না চারু!'

চারু বলিল, 'না আমার ঘুম পেয়েছে। ও-ঘরে আমি শুচ্ছি মা, তুমি এই ঘরে শোও।'

'ও-ঘরে একা শুবি, ভয় পাবে না ত' ?'

চারু ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'না।'

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় চৌকাঠে গোবর-জল ছড়ানো কাত্যায়নীর অভ্যাস। গোয়ালে গোবর আনিতে গিয়া দেখিল—'মাহিন্দার'-ছোঁড়াটা ইহারই মধ্যে গোয়াল পরিষ্কার করিয়া গাই-গরুগুলি খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনটি গাইএর মধ্যে একটি গাই এখন দুধ দেয়। বাছুর-সমেত সেই গাইটি মাত্র বাঁধা রহিয়াছে। দুধ কাত্যায়নী নিজেই দোয়। দোয় বটে; কিন্তু একফোঁটা দুধও সে নিজে খায় না। সব দুধটুকুই সে বিক্রি করে। সেদিন ভাবিল, আজ আর সকালের দুধটুকু বিক্রি করিয়া কাজ নাই। সবটুকুই সে

চারুর হাত দিয়া খোকার জন্য পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু কাল হইতে যে-রকম মেজাজ তাহার হইয়া আছে, রাগিয়া দুধের ঘটি সে উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিবে কিনা তাই বা কে জানে।

চারু যে-ঘরে শুইয়াছিল, জলের ঘটিটি হাতে লইয়া কাত্যায়নী ধীরে-ধীরে সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

'বেলা হয়েছে চারু, ওঠ্!' বলিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা হাঁ হইয়া খুলিয়া গেল। কাত্যায়নী বলিল, 'এ কি লা, সারারাত দরজা খুলে শুয়েছিলি নাকি ?'

কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া সে ঘরে ঢুকিল। দেখিল, চারু ইহারই মধ্যে উঠিয়া গেছে। ভাল। ও-বাড়ী যাইতেই যদি হয় ত' মুখহাত ধুইয়া কাপড়-চোপড় কাচিয়া একটু সকাল-সকাল যাওয়াই ভালো। তাহা না হইলে শ্রীপতি হয়ত' রাগ করিতেও পারে।

চাটুজ্যেদের যে-মেয়েটি রোজ সকালে দুধ লইতে আসে, দুধ দুইবার সময় তাহাকেই বাছুর ধরিতে হয়। কাত্যায়নী ভাবিল, দুধ আজ বাছুরে খাইয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাকে দরজা হইতেই সে বিদায় করিয়া দিবে। সুতরাং চারুকে বাছুর ধরিতে বলিয়া গাইএর দুধটা এই সময় দুইয়া ফেলা উচিত। কাত্যায়নী চীৎকার করিয়া চারুকে ডাকিতে লাগিল।

কিন্তু কোথায় চারু!

অতি প্রত্যূষে বিছানা হইতে উঠিয়াই সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মাকে তাহার একটিবার সে জানাইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজন মনে করে নাই।

কাত্যায়নীর দুঃখের আর সীমা রহিল না। মেয়েটার কপালে কষ্ট নিশ্চয়ই আছে।

বেলা তখন প্রায় দশটা। কাত্যায়নী নিজের জন্য চারটি ভাত চড়াইয়াছে, এমন সময় রাগিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া শ্রীপতি আসিয়া হাজির!

—'বলি তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি! এত বেলা হ'লো এখনও উনোন ধরলো না আমাদের। উনি ত' মার খেয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে খেলা করছেন। চল—চল, আর দেরি কোরো না।—কোথায় তুমি?'

কাত্যায়নী হাঁ করিয়া শ্রীপতির মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'কে? চারু? সে ত' সকালে উঠেই চলে' গেছে বাবা। আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করে' যায় নি।'

শ্রীপতিও অবাক্!

—'সে কি! তাহ'লে নিশ্চয়ই কারও বাড়ী গিয়ে লুকিয়ে আছে। ও-বাড়ী ত' যায় নি!'

কাত্যায়নী উঠিয়া দাঁড়াইল।—'কোথায় তাহ'লে গেল বাছা? এখানেও ত' নেই!'

শ্রীপতি বলিল, 'ছেলে ফেলে সে যাবে না কোথাও। বজ্জাতি করে' কোথাও হয়ত লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, দেখি দাঁড়াও, ভট্‌চাজ্‌দের বাড়ীটা একবার দেখি।'

বলিয়া শ্রীপতি বোধকরি ভট্‌চাজদের বাড়ীতেই তাহার সন্ধান করিতে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া যখন আসিল, দেখিল—কাত্যায়নী তাহার বাড়ীর উপরে উঠিবার ভাঙ্গা সিঁড়িটার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

শ্রীপতি তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন? নাঃ, ভট্‌চাজ্‌দের বাড়ীতে ত' নেই।'

শ্রীপতির গলার আওয়াজ পাইবামাত্র উন্মাদিনীর মত কাত্যায়নী উঠিয়া বসিয়া মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিয়া চেঁচাইয়া একটা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল।

কি যে ব্যাপার হইয়াছে, এমন করিয়া মড়া-কান্না কাঁদিবার প্রয়োজনই বা কি, শ্রীপতি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই, বলিল, 'কেন গো, কি হয়েছে কি, এমন করে' কাঁদছ কেন?'

কাত্যায়নী অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে-ধীরে

উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়াও দাঁড়াইতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমি আর দেখতে পারব না বাবা, তুমি দেখে এসো বাবা, তুমি দেখে এসো, হতভাগী মরেছে !'

বলিয়া সে আঙুল বাড়াইয়া উপরে উঠিবার সিঁড়িটা দেখাইয়া দিয়া আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিল।

শ্রীপতির মাথাটা তখন চম্ করিয়া ঘুরিয়া গেছে। সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল,—সর্ব্বনাশ ! যে-ঘরের ঠিক যে-জায়গাটায় কাত্যায়নীর বোন একদিন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল, ঠিক সেই জায়গাটায় চারুও তাহার গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতেছে ! সেই চারু—প্রতিমার মত সুন্দর যাহার মুখের পানে একবার তাকাইলে আর সহজে চোখ ফিরানো দায় হইত, তাহার সেই মৃত্যুকাতর মুখখানি বিকৃত মলিন হইয়া গেছে, চোখদুইটা অসম্ভব রকম বড়, চোয়ালের পাশ দিয়া খানিকটা জিব বাহির হইয়াছে, মাথার চুল খোলা,—সেদিক পানে আর তাকানো যায় না ! শ্রীপতির মনে আছে, কাত্যায়নীর বোন যখন মরিয়াছিল পরনের কাপড়টা তাহার খসিয়া পড়িয়াছিল। চারু তাহা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই বোধকরি নিজেকে সেই লজ্জা হইতে বাঁচাইবার জন্য পরনের শাড়ীটাকে সে গিঁটের পর গিঁট দিয়া দিয়া নিজের দেহের সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া

জড়াইয়া মরিয়াছে যে, মরণের পরেও তাহার সেই যৌবনস্ফুট অনবদ্য দেহের কোথাও এতটুকু অনাবৃত হইয়া নাই।

শ্রীপতি সেদিক হইতে তাহার মুখ ফিরাইল। চোখদুইটা তখন তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল।—'এ কী করলি তুই হতভাগী, এ কি করলি?'

শ্রীপতির সর্ব্বশরীর তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

*
* *

যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। চারু মরিল।

সারা গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া চারুকে দেখিতে আসিল। শ্রীপতি কিন্তু দু'চারজন মুরুব্বি-মাতব্বর ছাড়া আর কাহাকেও তাহার মৃতদেহ দেখিতে দিল না। মৃতদেহটাকে তখন সেখান হইতে ঘরের মেঝেতে নামানো হইয়াছে।

গ্রামের মেয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল—চারু যে একদিন ঠিক এমনি করিয়াই মরিবে তাহা নাকি তাহারা অনেক আগে হইতেই জানিত। চারুর এক পরমাসুন্দরী মাসি ওই জায়গায় ঠিক এমনি করিয়াই মরিয়াছিল। সেও ছিল ঠিক চারুরই মত দেখিতে। গলায় দড়ি দিয়া যাহারা মরে তাহাদের প্রেতাত্মা নাকি সহজে মুক্তি পায় না, এবং জীবন্ত মানুষের ভিতর হইতে এমনি করিয়াই তাহাদের সঙ্গী ডাকিয়া লয়। চারুকেও যে সে-ই ডাকিয়া লইয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই।

আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, চারুর মা-মাগী চামারের একশেষ, এত-এত টাকার মালিক হইয়াও অমন সুন্দরী মেয়েটাকে সে তাহার এমন সতীনের হাতে দিয়াই মারিয়া ফেলিল।

তা সে যে-যাহাই বলুক, সতীন কিন্তু চারুর এই শোচনীয় আত্মহত্যার সংবাদ পাইবামাত্র খোকাকে কোলে লইয়া ছুটিয়া একেবারে কাত্যায়নীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল এবং কোনও সতীন কোনও সতীনের জন্য যাহা কখনও করে না, সে তাহাই করিল। ছেলেটাকে শ্রীপতির কাছে নীচে রাখিয়া নিজে সে একাকিনী উপরে উঠিয়া গেল এবং চারুর মৃতদেহের উপর হইতে কাপড়ের ঢাকাটা সরাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। চারু ছিল তাহার সুখের অন্তরায়, চারু ছিল তাহার স্বামীর অংশভাগিনী, চারু ছিল তাহার শত্রু, তাহার সতীন, তবু সে যে আজ তাহার জন্য এমন করিয়া কেন কাঁদিতেছে তাহার অর্থ কেহই বুঝিবে না, ইহা তাহার মায়াকান্না ভাবিয়া সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করিবে কুমুদিনী তাহা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই তাহার সে ব্যাকুল ক্রন্দনের শব্দটি পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পাইল না, বিদেহী আত্মার যদি বুঝিবার শক্তি থাকে ত' বুঝিল মাত্র সে, আর তাহার অন্তর্যামী। তা সে যাহাই হউক, কাহাকেও বুঝাইবার জন্য কুমুদিনী আসে নাই। চারুর মৃতদেহটাকে সে অনেকবার অনেক রকম করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উঠিয়া আসিবার সময় আবার আর-একবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।—'তোর ছেলে আমার কাছে রইলো চারু তুই ভাবিসনি।'

এই বলিয়া সে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহার চোখের জল মুছিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ছেলেটা ছিল শ্রীপতির কোলে। গম্ভীর মুখে তাহার কোল হইতে ছেলেকে তাহার নিজের কোলে লইয়া আবার তেমনি নিঃশব্দেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সে নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

থানায় খবর দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ আসিয়া কি হাঙ্গামা বাধাইবে দেখিবার জন্য নিজেদের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া পাড়ার অধিকাংশ মেয়েই প্রায় রাস্তার ধারে ইহার-উহার দরজায় বসিয়া জটলা করিতেছিল। ছেলে কোলে লইয়া কুমুদিনীকে পার হইতে দেখিয়া কেহ-বা ছেলেটার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, 'আহা বাছা রে!' আবার কেহ-বা কুমুদিনীকে দাঁড় করাইয়া দু'টা কথা বলিবার জন্য বলিল, 'কি দেখে এলে বৌ? তেমনি পড়ে' রয়েছে?'

ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলিয়াই কুমুদিনী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় বগলা-মাসি কোথা হইতে হুস্ করিয়া বাহির হইয়াই বলিয়া বসিল 'ওলো ও কুমু, দাঁড়া, বলি—শোন্। সতীন মরেছে ভালই হয়েছে, ওরও হাড় জুড়িয়েছে, তোরও জুড়িয়েছে। সতীন মরলে আনন্দ কার না হয় বাছা, তোরও হয়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু হাঁ লা, যা শুনছি তাকি সত্যি নাকি?'

দাঁড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু কুমুদিনীকে দাঁড়াইতেও হইল, কথাও বলিতে হইল। বলিল, 'কি?'

মাসি বলিল, 'শুনছি বাছা, সবাই বলছে—কাল নাকি চিপতি আর তুই দু'জনে মিলে খুব করে' লাথি ঝ্যাটা মেরে' ছেলেটাকে কাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চারুকে বিদেয় করে' দিয়েছিলি ?'

কুমুদিনী ইহার কি জবাব দিবে, হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। একবার ভাবিল বলে, যে, হাঁ মাসি, তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। আবার পরক্ষণেই ভাবিল, না কাজ নাই, অপমৃত্যুর মড়া এখনও ঘরে পড়িয়া আছে, পুলিশের কানে এইসব কথা উঠিলে না-জানি তাহারা কি হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিবে, তাহার চেয়ে···ঘাড় নাড়িয়া কুমুদিনী বলিল, 'না মাসি, ও নিজেই এসেছিল।—যাই আবার আমার ছেলেদু'টো বাড়ীতে একা আছে।'

বলিয়া সে সত্যই চলিয়া গেল।

সমবেত মেয়েগুলার দিকে তাকাইয়া মাসি বলিল, 'দেখলি ত' ? বল্‌বামাত্তর মুখখানি ওর শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল !'

মেয়েগুলা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল যে, তাহার শুকনো মুখ তাহারা সকলেই দেখিয়াছে।

*
*

বৈকালের দিকে থানা হইতে দারোগা-সাহেব আসিলেন, কনেষ্টবল্ আসিল, গ্রামের চৌকিদার দু'জন ত' ছিলই।

কাত্যায়নীর বোন যখন মরিয়াছিল, কাত্যায়নীকে তখন কম বেগ পাইতে হয় নাই। দারোগা-সাহেব নগদ পাঁচশ' টাকা চাহিয়া বসিয়াছিলেন। গোপনে বলিয়াছিলেন, নগদ পাঁচশ' না হোক্ অন্তত শ-তিনেক্ টাকা যদি কাত্যায়নী দিতে পারে ত' লাশ্‌টাকে তিনি আর 'মর্গে' চালান্ দেন না, কিন্তু বোনের জন্য কাত্যায়নী তিনশ' টাকা দূরের কথা তিনটি পয়সাও খরচ করিতে চায় না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'গরীব-দুঃখী বিধবা মেয়ে বাবা, একটি পয়সাও নেই আমার। কোথায় পাব বল?'

বাস্, এই কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর বোনের মৃতদেহটা দারোগা-সাহেব 'মর্গে' চালান্ করিয়া দেন। তাহার পর কোথায় কোন্ মুচি মুর্দ্দা-ফরাসের হাতে যে তাহার কি দুর্গতি হয় সে-সব কথা আর না বলাই ভালো।

টাকা খরচ করিতে না পারিলে চারুরও ঠিক তেমনি দুর্গতি হইবে ভাবিয়া কাত্যায়নী শোকে দুঃখে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াই

ছিল। কিন্তু এখন যিনি দারোগা-সাহেব হইয়া আসিয়াছেন, লোকটি অত্যন্ত ভদ্র, একটি পয়সাও না লইয়া লাশ দেখিয়াই তিনি জ্বালাইবার হুকুম দিয়া থানায় ফিরিয়া গেলেন। কাত্যায়নী হাঁফ্ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর মৃতদেহের সংকার ঠিক যেমন করিয়া হয়, চারুরও ঠিক তেমনি করিয়াই হইল। গ্রামপ্রান্তে নদীতট আলোকিত করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই চিতার আগুনে দেখিতে দেখিতে চারুবালার সেই গৌরবর্ণ তনুতরুণ অনবদ্য দেহ, তাহার সেই আগুল্ফ বিলম্বিত কৃষ্ণকুঞ্চিত অলকদাম, সেই শুভ্র সুন্দর মুক্তার মত দন্তপঙ্ক্তি, সেই সুচারু সুকোমল আরক্তিম ওষ্ঠ, সেই আয়তসুন্দর মায়াবী মনোরম দু'টি চক্ষু, সীমন্তের সিন্দূর, এয়োতির চিহ্ন—সব কিছুই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

অদূরে নদীতীরবর্ত্তী বৃদ্ধবটের তলায় বসিয়া বসিয়া শ্রীপতি তাহার সজল চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এসো শ্রীপতি, অঞ্জলি ভরে' চিতায় তুমিই আগে জল দাও। ভগবানের কাছে

প্রার্থনা কর—পরজন্মে অভাগী যেন এমন করে' আর না জন্মায়।'

শ্রীপতি তাহাই করিল এবং নদীর জলে চিতার চিহ্ন যতটা পারিল মুছিয়া দিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে সন্তপ্নাত শ্মশান বন্ধুর দল গ্রামে ফিরিল।

*

* *

গল্প আমাদের এইখানেই শেষ হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র জীবন-নাট্যের যবনিকা আমরা এইখানেই টানিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু কাত্যায়নী বড় সহজ মেয়ে নয়, গল্প সে এখানে কিছুতেই শেষ হইতে দিবে না।

কন্যার শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া সে শুধু তাহার সন্তানটিকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কুমুদিনী ভাবিয়াছিল, মরিবার আগে চারু যাহাকে তাহার হাতে-হাতে সমর্পণ করিয়া গেছে, তাহাকে সে নিজের সন্তানের মত আজীবন তাহার বুক দিয়া আগ্‌লাইয়া রাখিবে, কিছুতেই তাহাকে সে তাহার কাছ-ছাড়া করিবে না। ইহাই ছিল তাহার সঙ্কল্প।

কিন্তু কাত্যায়নীর কান্নায় তাহার মাতৃ-হৃদয় বিচলিত না হইয়া পারিল না। ভাবিল, আহা, তবু ত' তাহার সেই মেয়েরই সন্তান! দু'দিন কাছে রাখিলে যদি সে তাহার কন্যার শোক ভুলিতে পারে ত' ভুলুক্।—এই ভাবিয়া কয়েকদিনের জন্য খোকাকে সে তাহার স্বামীর হাত দিয়া কাত্যায়নীর কাছে পাঠাইয়া দিল।

দিনকয়েক পরেই শোনা গেল, খোকাকে কোলে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাত্যায়নী লোকের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কথাটা মিথ্যা নয়। চারু যখন বাঁচিয়া ছিল কাত্যায়নী তখন চারুর নামে গ্রামের লোককে দু'চার টাকা ধার দিত। এখন সেইগুলি আদায় না করিলে মারা যাইবার সম্ভাবনা। তাই সেদিন সে দীনু কামারের বাড়ী গিয়া কাঁদিতে লাগিল।—'চারু তোমাকে তিনটি টাকা ধার দিয়েছিল বাছা, হিসেব করে' দেখলাম, সুদে-আসলে তিনটাকা ছ'আনা হয়েছে। কবে দেবে বল!'

এমনি করিয়া প্রায় মাসখানেক কাঁদিয়া কাঁদিয়া টাকাগুলি সে আদায় করিল।

তাহার পর কুমুদিনী একদিন শ্রীপতিকে ডাকিয়া বলিল, 'শুনছি নাকি ছেলেটা বড় রোগা হ'য়ে গেছে। এইবার ওকে নিয়ে এসো।'

শ্রীপতি ছেলে আনিতে গেল।

কিন্তু ছেলে সে দেয় নাই।

সন্ধ্যায় শ্রীপতি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'ওগো ছেলে ও-মাগী দিলে না।'

কথাটা কুমুদিনীর বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া বাজিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

শ্রীপতি বলিল, 'মাগীর সেই এক কথা! বলে, 'ওর কাছে

ছেলে দিয়ে আমার বিশ্বাস হয় না বাবা, ছেলেকে ও কোন্‌দিন বিষ খাইয়ে মেরে দিতে পারে।'

কুমুদিনীর মাথার ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। বলিল, 'তখন না দিলেই হ'তো।—আচ্ছা তা বলুক, তুমি আবার একদিন আনতে যেয়ো। ছেলের বাপ তুমি,—জোর করেই নিয়ে এসো না!'

শ্রীপতি বলিল, 'শেষ পর্য্যন্ত তাই করতে হবে দেখছি।'

যাই যাই করিয়া শ্রীপতির আর যাওয়া হইতেছিল না।

কাত্যায়নী একদিন নিজেই আসিয়া হাজির হইল।

একাই আসিয়াছিল। শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'খোকা কোথায়?'

কাত্যায়নী বলিল, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি আর ছেলে মানুষ করতে পারি বাছা! রাত্তিরে ক'দিন কেঁদে কেঁদে আর ঘুমোতে দিচ্ছিল না কাউকে। তাই ওকে বাগ্‌দিদের বাড়ী মানুষ করতে দিলাম।'

শ্রীপতি বলিল, 'সে কি!'

কাত্যায়নী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা তোমরা ছেলে মানুষ, তোমরা ও-সব বুঝবে না। মায়ের দুধ না হ'লে ও-সব ছেলে বাঁচে না।

দামিনী বাগ্‌দিনীর একটা ছেলে হ'যে মারা গেছে, তাই ওকেই কাল দিয়ে এলাম। চলতে হাঁটতে শিখলেই আবার নিয়ে আসব।'

শ্রীপতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না না, বাগদিদের বাড়ী মানুষ হ'লে ছেলে খারাপ হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে বরং—'

কথাটা কাত্যায়নী তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'আচ্ছা বাবা, দাও সে-সব পরে হবে, এখন যেজন্যে এসেছি শোনো!'

শ্রীপতি বলিল, 'বল।'

কাত্যায়নী বলিল, 'চারুর গয়না-কাপড়গুলি ছেলের জন্যে আমি রেখে দেবো বাবা, সেইগুলি নিতে এসেছি—দাও।'

শ্রীপতি বলিল, 'কেন, আমি রাখতে পারি না?'

'না বাবা, সে-সব অনেক কথা। বলতে গেলে এখুনি ঝগড়া হবে।'

শ্রীপতি বলিল, 'তোমার আর-কিছু বলবার আছে?'

কাত্যায়নী বলিল, 'আছে। চারুর জমির ধানগুলি এবছর আমি আমার নিজের খামারে নিয়ে গিয়ে তুলব।'

শ্রীপতি ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'আমার ছেলের জিনিস আমি রাখব। তুমি কেন?'

কাত্যায়নী হাত নাড়িয়া বলিল, 'না বাবা, তোমার ত' ওই

একটি ছেলে নয়, তোমার আরও আছে। তুমি যে রাখবে না সেকথা সবাই জানে।'

শ্রীপতি বলিল, 'তা বেশ, এর মীমাংসা ত' এমনি হবে না, তাই যদি করতে হয় ত' পাঁচজন লোক ডাকতে হবে।'

'তাহ'লে তুমি দেবে না বল?'

শ্রীপতি ঘাড় নাড়িয়া স্পষ্ট জবাব দিল। বলিল, 'না।'

*
* *

তাহার পর সে এক ভারি মজার ব্যাপার!

শাশুড়ী-জামাইএ টানাটানি।

শ্রীপতিও যেমন, কাত্যায়নীও তেমনি। এ বলে আমায় ছ্যাখ্, ও বলে আমায় ছ্যাখ্।

শ্রীপতি বলে, 'আমি ছেলের বাপ্, আমি তার 'গার্জেন্'। ছেলের মা'র জিনিস—আমি রাখব ছেলের জন্যে, তুই মাগী রাখবার কে!'

কাত্যায়নী বলে, 'বাপের মত বাপ হতিস্ ত' বিশ্বেস্ করে' বলতাম—হ্যাঁ, তুইই রাখ্, কিন্তু তুই ত' সৎ-বাপ্, তোকে আমার বিশ্বেস কি!'

এমনি করিয়া উভয়পক্ষে ঝগড়া-ঝাঁটি চলিতে থাকে, আর ওদিকে ছেলেটা মানুষ হয় বাগ্দি-ঘরে।

দশজন লোক ডাকিয়া মীমাংসার কথা শ্রীপতি বলিয়াছে বটে, কাত্যায়নী লোকজনের কাছে যাওয়া-আসা করে, দু'চার কথা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেও ছাড়ে না, কিন্তু লোকজন কেহ

আসিতে চায় না। বলে, 'এ-সব তোমাদের নিজের ব্যাপার বাপু, ঘরে-ঘরেই মিটিয়ে নাও গে।'

কাত্যায়নী শ্রীপতির নামে যেখানে-সেখানে যা-তা' বলিয়া বেড়ায়, কাঁদে আর অভিসম্পাৎ করে। সে অভিসম্পাতের ভাষা আলাদা। সে-সব কথা লিখিবার উপায় নাই।

কুমুদিনী সেদিন ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে গিয়া দেখিল, অদূরে বকুলগাছের তলায় চারুর ছেলেটিকে কোলে লইয়া কাত্যায়নী দাঁড়াইয়া আছে। কুমুদিনী একদৃষ্টে ছেলেটার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাকে দেখিলে আর চিনিবার জো নাই। হাতে-পায়ে লোহার ছোট ছোট বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গলায় একটা লালরঙের সূতায় ঝুলানো গোটাকয়েক মাদুলি।

কুমুদিনীকে কাত্যায়নী দেখিতে পাইয়াছিল কিনা কে জানে, ছেলেটা একবার কাঁদিয়া উঠিল। কাত্যায়নী তাহাকে চুপ করাইবার জন্য আশ্বাস দিতে লাগিল,—'কেঁদো না খোকন্, কেঁদো না! তোমার বাবা এইবার মরবে, তোমার সৎ-মা মরবে, তোমার সৎ-মা-মাগীর ছেলেটি মরবে, তোমার কান্না কিসের, কেঁদো না। তোমার বাপ্-মিন্সেকে এইবার আমি কয়েদ্ খাটাব, আর বেশি দেরি নেই, বুঝ্‌লে খোকন্, কেঁদো না, চুপ কর।'

কুমুদিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে-সব কথা আর শুনিতে পারিল না, অন্ধকারে গা ঢাকিয়া লুকাইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

শ্রীপতি বাড়ী ছিল না। কুমুদিনী ভাবিল, আসুক্ সে। তাহাকে এই-সব কথা বলিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীপতি বাড়ী ঢুকিল একেবারে মারমূর্ত্তি হইয়া। তাহাকে সে-সব কথা বলিবার অবসর কুমুদিনীর হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, কি হ'লো কি?'

শ্রীপতি কোথায় শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার শাশুড়ী আজ চারুর ছেলেটাকে সঙ্গে লইয়া মহকুমার আদালতে গিয়া শ্রীপতির নামে নাকি এক নম্বর নালিশ রুজ্ করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীপতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভ্যাখো, শাশুড়ী টাশুড়ী আমি আর মানব না বলে' দিচ্ছি। মাগীকে আমি এইবার খুন করে' ফেলব।'

এই বলিয়া শাশুড়ীকে সে তাহার অকথ্য ভাষায় গালাগালি সুরু করিল।

কুমুদিনী সে-সব কত আর শুনিবে!

তুলসী-তলায় প্রদীপটি নামাইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া একটি প্রণাম করিল এবং ভগবানের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা জানাইল,—'চারুর ছেলেটিকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর! নইলে চারুর কাছে প্রতিশ্রুতি আমার ব্যর্থ হবে।'

শেষ

মারণ মন্ত্র

দাম দেড় টাকা

মারণ মন্ত্র কয়েকটী ছোট গল্পের একত্র সমাবেশ মাত্র। প্রতি গল্পই নূতনভাবে নূতন ধারায় প্রবাহিত। গল্পগুলি যেমন সুরসাল তেমনই মধুর। একবার পড়িতে বসিলে পড়া শেষ না করিয়া থাকা যায়না।

বধূ-বরণ

দাম দেড় টাকা

বাংলাদেশের পাঠকপাঠিকাদের কাছে শৈলজানন্দের লেখার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই।

পড়িতে বসিলে আপনার বিক্ষিপ্ত মনটিকে বইএর পাতায় টানিয়া আনিয়া যে নূতন পৃথিবীতে আপনাকে লইয়া যাইবে, যতক্ষণ পড়িবেন ততক্ষণ মনে হইবে আপনিও যেন সেই পৃথিবীর অধিবাসী।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত

অ স্বী কা র

কামনা করিয়া কল্লোল যাহাকে পায় নাই, পরে আয়ত্তে আসিলেও কামনার ধন করিয়া রাখিল, আর, বন্ধী মেয়ে সোচি প্রেমের লাঞ্ছনায় সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া মঠে ঢুকিল— মনোধর্ম্মের এই দুর্ল্লভ রূপটি এই উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে

দাম- আড়াই টাকা

পরকীয়া

পড়িয়া পরমানন্দে অভিভূত হই-বার মত মনোজ্ঞ কথা-চিত্র। ২৷৷৹

গৃহ ও গ্রহ

সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস। দাম---আড়াই টাকা

রাঙ্গামাটির পথ

আধুনিক জীবনের নিখুঁৎ চিত্র বহু চরিত্র সমন্বয়ে অপরূপ কৌশলে চিত্রিত। দাম—আড়াই টাকা

সাহসিকা ২৲ লজ্জাবতী ২৲

চঞ্চল নিশীথে ২৲

তিনখানি উপন্যাসই সুপ্রশংসিত ও উপভোগ্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা